সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০২৪

জনগণের গর্জন

বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন

তৃণমূলই করবে অধিকার অর্জন

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস
ইস্তাহার ২০২৪

আবেদন

২০১১-এর আগে, বাংলা ছিল ক্ষয়িষ্ণু এবং চরম দারিদ্র্যে জর্জরিত একটি রাজ্য। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে, আমি শপথ নিয়েছিলাম বাংলাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করার। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি এবং নিশ্চিত করেছি যে রাজ্যের প্রত্যেক বাসিন্দা নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন করতে পারেন।

আজ, বাংলার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রাজ্যকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গেছে। গত এক দশকে আমরা যে প্রগতির পথে এগিয়েছি, তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ শক্তির জুলুমবাজি, বাধা এবং ইচ্ছাকৃত আর্থিক বঞ্চনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য উন্নতি লাভ করেছে। বাংলার প্রত্যেক বাসিন্দা তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি যাতে পান, আমি তা নিশ্চিত করেছি।

এই উদ্যোগকালে, ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় প্রশাসন মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মানজনক মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে। শেষ পাঁচ বছরে, কেন্দ্র বিভিন্ন করবাবদ বাংলার কাছ থেকে ৬.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা নেওয়া সত্ত্বেও, তারা সত্যিকারের জমিদারের মতো রাজ্যের ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে। তারা এতটাই নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছে যে বাংলার মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলিও অস্বীকার করেছে। তদুপরি, যখনই আমাদের রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমলা ও বঞ্চিত নাগরিকরা এই বহিরাগতদের কাছে নিজেদের যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেছেন, তখনই তাঁদের অপমান করা হয়েছে, হেনস্থা করা হয়েছে বা আটক করা হয়েছে।

তাদের এই অত্যাচার সারা দেশজুড়ে চলছে। গত ১০ বছরে কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্রীয়, ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নীতিগুলিকে নিরলসভাবে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করে, তারা ক্রমাগত বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে এবং তাদের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা আওয়াজ তুলেছেন তাঁদের নিশানা করেছে। যুবক, নারী, কৃষক — সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ তাদের অপশাসনের কারণে ভুগছে। অন্যদিকে, তাদের অপশাসনের কারণে বিশ্ব সূচকে ভারতের অবস্থানের মারাত্মকভাবে অবনতি হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, যেখানে পরিবর্তনের চরম সীমায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে আমি চেষ্টা করব যে, সকলের কাছে যেন মঙ্গলের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। আমি পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করছি যে, বাংলা ও দেশের স্বার্থবিরোধী অপশক্তিকে দমন করব। আমাদের লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য বাংলার জনগণের অধিকার সুরক্ষিত রাখা এবং দেশকে রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলা। এটির জন্য আমরা রাজ্য ও দেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো প্রকৃত অর্থে জনগণের আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। আমরা মা মাটি মানুষের জন্য কাজ করতে পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।

আমাদের মহান রাজ্য বাংলা এবং প্রাণপ্রিয় দেশকে হুমকির সম্মুখীন করেছে যে বিভাজনমূলক ও ধ্বংসাত্মক শক্তি, তাকে পরাজিত করার ক্ষমতা জনগণের মধ্যেই রয়েছে। যদি আমরা (INDIA) কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসি, আমরা আপনাকে করা প্রত্যেকটি শপথ পূরণ করব। আমরা সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী (হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ, ইত্যাদি), তপশিলি জাতি (রাজবংশী, নমশূদ্র, বাগদি, ইত্যাদি), তপশিলি উপজাতি (সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভুটিয়া, ইত্যাদি)-দের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য বজায় রাখব। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সাধারণ শ্রেণি, প্রান্তিক এবং ভাষাগত সম্প্রদায়গুলি দেশজুড়ে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে সহাবস্থান করে। আমি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের চেতনা ও স্থিতিশীলতার প্রতীক জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে 'বহিরাগতদের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই যারা আমাদের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একত্রিত হয়ে আমরা প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করব। আমরা একসঙ্গে, আমাদের করা প্রতিটি সংকল্প পূরণ করব। **তৃণমূল কংগ্রেস INDIA জোটের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা মাত্রই, এই সব প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।**

জয় হিন্দ! জয় বাংলা!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদির শপথ

১ বর্ধিত আয়, শ্রমিকদের সহায়

- সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের গ্যারান্টিযুক্ত কাজ প্রদান করা হবে এবং সমস্ত শ্রমিকরা দেশজুড়ে দৈনিক ৪০০ টাকা বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি পাবেন

২ দেশ জুড়ে বাড়ি, হবে সবারই

- দেশের সকল দরিদ্র পরিবারের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা হবে, প্রত্যেককে নিরাপদ ও পাকা বাড়ি প্রদান করা হবে

৩ জ্বালানির জ্বালা কমবে, দেশের জ্বালা ঘুচবে

- প্রত্যেক বিপিএল পরিবারকে বছরে বিনামূল্যে ১০টি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। যাতে তারা পরিশ্রুত রান্নার জ্বালানি পেতে পারে। এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব রন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো হবে

৪ অনেক হয়েছে শাসন, এবার দুয়ারে রেশন

- প্রতিমাসে প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারকে ৫ কেজি বিনামূল্যে রেশন (চাল, গম, শস্য) প্রদান করা হবে।
- রেশন প্রত্যেক সুবিধাভোগীর দোরগোড়ায় বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

৫ আমাদের অঙ্গীকার, নিরাপত্তা বাড়বে সবার

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুবকদের উন্নতির স্বার্থে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের জন্য উচ্চশিক্ষা বৃত্তি বৃদ্ধি করা হবে।
- ভারতের ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (বার্ষিক ১২,০০০ টাকা) করা হবে।

৬ বর্ধিত আয় নিশ্চিত এবার, ফুটবে হাসি অন্নদাতার

- স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ভারতের কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের আইনত গ্যারান্টি দেওয়া হবে, যা সমস্ত ফসলের উৎপাদনের গড় খরচের চেয়ে কমপক্ষে ৫০% বেশি ধার্য করা হবে।

৭ স্বল্পমূল্যে পেট্রোপণ্য, ভারতবর্ষে সকলে ধন্য

- পেট্রল, ডিজেল এবং এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সাশ্রয়ী মূল্যে সীমাবদ্ধ করা হবে
- দামের ওঠানামা পরিচালনা করার জন্য একটি ‘প্রাইজ স্টেবিলাইজেশন ফান্ড’ তৈরি করা হবে

৮ নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ অর্জন, যুবশক্তির গর্জন

- ২৫ বছর পর্যন্ত সকল স্নাতক এবং ডিপ্লোমা হোল্ডারকে তাঁদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ১ বছরের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষানবিশদের অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সহায়তা করার জন্য একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে।

৯ স্বচ্ছ আইন, স্বাধীন ভারত

- ধোঁয়াশাযুক্ত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) বিলুপ্ত করা হবে এবং ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স (এনআরসি) বন্ধ করা হবে।
- ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) ভারত জুড়ে প্রয়োগ করা হবে না।

১০ এগিয়ে বাংলা, এগোবে ভারত

- বাংলার কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১,০০০ টাকা এবং এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে।
- বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমস্ত মহিলাকে মাসিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
- আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বীমাটির বদলে একটি উন্নততর স্বাস্থ্য সাথী বীমা চালু করা হবে। যা ১০ লক্ষ টাকার বীমার সুবিধা প্রদান করবে।

সূচিপত্র

প্রশাসন.....10-17

অর্থনীতি.....18-23

শিল্প.....24-29

কৃষি.....30-35

শিক্ষা.....36-41

স্বাস্থ্য.....42-47

পরিকাঠামো.....48-53

জাতীয় নিরাপত্তা.....54-57

নারী ক্ষমতায়ন.....58-63

যুব.....64-69

তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন.....70-75

সামাজিক নিরাপত্তা.....76-79

সংস্কৃতি.....80-85

পর্যটন.....86-91

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য.....92-97

নিশ্চিত সুশাসন, বাংলার উন্নয়ন

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলা একটি দায়িত্বশীল, জনকেন্দ্রিক সরকার পাবে, যা যুগোপযোগী শাসন প্রদান করবে।
- সমস্ত রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: বিজেপি যখন থেকে কেন্দ্রের মসনদে বসেছে, ভারতের গণতন্ত্র এবং ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে

- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার রাজ্যপালকে **রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে** ব্যবহার করার জন্য নিজেদের **হাতের পুতুল** করে রেখেছে। বাংলার জনগণকে সুশাসন থেকে বঞ্চিত করতে রাজ্যের কার্যক্রম ব্যাহত করেছে
- বাংলা-বিরোধী বিজেপি সরকার গত ৩ বছরে **৩৩৪টি কেন্দ্রীয় দল ও এনএলএম** মোতায়েন করে বাংলার সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দিয়েছে
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে বাংলার দুর্বল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের **আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করেছে, তাঁদের জনকল্যাণমূলক পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে**
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো-বিরোধী** বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জভাবে আমাদের দেশের রাজ্য সরকারগুলির কাজে বাধা দিচ্ছে, বারবার রাজ্যপালদের ব্যবহার করে অবিজেপি রাজ্যগুলিকে **প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিচ্ছে**
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের **গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে** বিরোধীদের পরিকল্পিতভাবে দমন করার জন্য **ইডি এবং সিবিআই-এর মতো সংস্থাগুলিকে অস্ত্র করেছে**, ২০১৪ সাল থেকে ইডি-এর প্রায় ৯৫ শতাংশ মামলাই বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে
- ক্ষমতালোভী বিজেপি **৯ বছরে ন'টি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে** (অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (দু'বার), উত্তরাখণ্ড, পুদুচেরি) ক্ষমতাচ্যুত করতে সমস্ত নোংরা রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেছে
- বিজেপির ভণ্ডামির সেরা নিদর্শন তার **'ওয়াশিং মেশিন রাজনীতি'**। বছরের পর বছর ধরে তারা বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে শুধুমাত্র সেই নেতাদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য। তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করতেই তাঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে
- **দিল্লি ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীদের নজিরবিহীন গ্রেফতারি থেকেই স্পষ্ট**, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজ্য সরকারগুলির পতন ঘটাতে এবং জনাদেশকেও অসম্মান করতে প্রস্তুত
- **২০০টিরও বেশি মামলা, ৭০,০০০ গৃহহারা** এবং হাজার হাজার বাড়ি-ঘর ধ্বংসের ঘটনা সঙ্গে নিয়েই মণিপুর এক বছর ধরে জ্বলছে। বিজেপি সরকার এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় নিয়মাবলীর অপব্যবহার করেছে। **এটি অন্যায়ভাবে ১৪৬ জন সাংসদকে বরখাস্ত করেছে, রেকর্ডের বাইরে প্রায় ৩০০টি প্রশ্ন করেছে, অধ্যাদেশের মাধ্যমে বা বিতর্ক ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস** করেছে এবং ১০টির মধ্যে ১টি বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়ে লেজিসলেটিভ স্ক্রুটিনির জন্য পাঠানো হয়েছে
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের ডিজিটাল স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেছে। আধার তথ্য ফাঁসের সময় (২০২৩) ৮১ কোটি ভারতীয়ের **সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ** করেছে, বিরোধী নেতা, কর্মী প্রমুখদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে পেগাসাস ব্যবহার করেছে এবং **কঠোরভাবে কয়েক ডজন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে**
- ২০২৩ সালের বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা সূচকে, ভারতের স্থান ছিল **১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬১তম**। ভারতের সংবাদমাধ্যম কতটা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরাধীন হয়েছে এই তথ্যই তার প্রমাণ।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: সরাসরি প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করেছে

- বাংলার নাগরিকদের মধ্যে **৯০ শতাংশ** মানুষই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির সরাসরি সুবিধা পেয়েছেন
- রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্ল্যাটিনাম পুরস্কারপ্রাপ্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচির অধীনে, **৮.৭ কোটি** জন-পরিষেবা সরাসরি আমাদের নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ৬.৬ লক্ষ প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে তা আরও সহজ করা হয়েছে
- বাংলা সহায়তা কেন্দ্র **৬.৫ কোটি নাগরিককে ১২ কোটি অনলাইন পরিষেবা** সরবরাহ করেছে, যা তৃণমূলস্তরের মানুষকে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার সদিচ্ছারই নিদর্শন
- 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে **৩.৪ লক্ষ নাগরিক** পরামর্শ এবং অভিযোগ এসেছে, পরিষেবা সরবরাহের ত্রুটিগুলির সফল সমাধান করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৬০,০০০ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে
- পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির অধীনে **৪৭,১৩০টি** স্থানীয়স্তরের প্রশাসনিক এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা ও পরিষেবামূলক ত্রুটি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে এবং সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: বাংলা একটি দায়িত্বশীল, জনকেন্দ্রিক সরকার পাবে, যা সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে যুগোপযোগী শাসন প্রদান করবে

বাংলার জন্য

- **বাংলা এভাবেই সুশাসনের অধীনে থাকবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে, বাংলা যেন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয়।

  তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সাংসদরা বছরে ৩৬৫ দিন মানুষের সেবা করার জন্য একসঙ্গে কাজ করবেন। আমরা নিশ্চিত করব যে, ন্যায়বিচার এবং সমৃদ্ধি মিশন-মোড পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছে।

- **আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করা রাখা হবে 'বাংলা'**। আমাদের রাজ্যের নাগরিকদের ইচ্ছা এবং প্রশাসনিক সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ' থেকে 'বাংলা' করব।

  এই পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে, এবং ২০১৮ সালে স্বেচ্ছাচারী প্রত্যাখ্যানের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমরা এই বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করব এবং রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সাথে গঠনমূলক আলোচনায় জড়িত থাকব, যাতে আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তনের জন্য একটি বিল সুনির্দিষ্টভাবে সংসদে পেশ এবং তারপরে তা কার্যকর করা হয়।

- **বাংলার ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।** শাসন পরিষেবাগুলিতে বৃহত্তর ডিজিটাল নাগরিকের অংশগ্রহণের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠে তৃণমূল কংগ্রেস আগামীদিনে রাজ্যের ই-গভর্নেন্স উদ্যোগকে আরও উন্নত করবে।

  ইতিমধ্যেই ড্যাশবোর্ড, রিয়েল-টাইম ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অনলাইন ফিডব্যাক মেকানিজমের বিস্তৃত প্রয়োগের মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করব যে, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য যাতে দিবারাত্রি নাগরিকদের নাগালে থাকে। আমরা এই অত্যাধুনিক কাটিং-এজ পরিষেবা রাজ্যের আরও মানুষের কাছে পৌঁছতে সহায়তা করব।

- **ব্লকস্তরে প্রধান প্রশাসনিক এবং পরিকাঠামোগত চাহিদাগুলি চিহ্নিত এবং সেগুলির সমাধান করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।** তৃণমূল কংগ্রেস স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের সমস্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে আরও সক্রিয় হবে।

  আমরা স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক পরিকাঠামোগত চাহিদা নির্ধারণের জন্য আমাদের ইতিমধ্যে বিদ্যমান উদ্যোগগুলিকে আরও জোরদার করব এবং সাংসদ থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ প্রশাসনিক ফাঁকগুলি পূরণ করা হবে। প্রতি বছর রাজ্যে ক্রমান্বয়ে চালু হওয়া নতুন কর্মসূচি এবং প্রকল্পগুলির বৃহত্তর সচেতনতা প্রচারের জন্য আরও প্রচেষ্টা করা হবে।

  নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে, বাজেটের দ্রুত অনুমোদনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সংযোজিত ও দ্রুত সমাধান করা হবে।

- **ইতিমধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান প্রোগ্রাম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে জনসাধারণকে** পরিষেবা দেওয়া জন্য। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে, যেভাবে এতদিন পর্যন্ত হয়ে আসছে, সেইভাবেই বাংলার প্রত্যেক পরিবারের দোরগোড়ায় স্থায়ীভাবে সুশাসন পৌঁছে দেওয়ার।

  দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধানের অসাধারণ সাফল্যের কারণে, এই উদ্যোগগুলি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে। আমরা নিশ্চিত করব যাতে সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবাগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে, তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

ভারতের জন্য

- **সমস্ত রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ১৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক সংশোধন করবে। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করব যাতে রাজ্য আইনসভাগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যপালদের নিয়োগ করা হয়।

  আমরা জিএসটি ব্যবস্থাকে রাজস্ব বণ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত উপাদানের মাধ্যমে পুরোপুরি সংস্কার করব প্রতিটি রাজ্যের স্বতন্ত্র শিক্ষাগত চাহিদাগুলিকে আরও ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি সংস্কার করব।

  আমরা রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের অসম ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি এবং বাজেট ম্যানেজমেন্টের বিধিনিষেধের সংশোধন করব। সেইসঙ্গে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' প্রস্তাব বাতিল করব।
  এছাড়াও, সমস্ত রাজ্যের স্বতন্ত্র উন্নয়নমূলক এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাগুলি যে কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য, প্ল্যানিং কমিশনের নিয়ম অনুসারে, আমরা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য গঠনমূলক আলোচনা করার জন্য একটি ফোরাম স্থাপন করব।

- **ভারতের দশকীয় জনসংখ্যা শুমারির পরবর্তী পর্বগুলি কার্যকর করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস দেশের জনসংখ্যা শুমারি পরিচালনা নিশ্চিত করবে, যা ২০১১ সাল থেকে হয়নি।

আমরা ভারতের আদমশুমারির পরবর্তী রাউন্ডগুলি দ্রুত পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করব। বিগত আদমশুমারিতে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির (ভিত্তি বছর, মুদ্রাস্ফীতি, গৃহস্থলির ব্যবহার ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করার জন্য মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন অনুসারে উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে, যাতে দশকীয় অনুশীলনের ভবিষ্যতের সমস্ত গণনায় উচ্চমানের তথ্যভাণ্ডার সংযুক্ত করা যায়

উপরন্তু, আমরা পূর্ববর্তী বছরগুলির উপর ভিত্তি করে 'ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফ ইন্ডিয়া বেসড্ অন দ্যা সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' -এর রিপোর্ট পর্যালোচনা করব এবং প্রকাশ করব, যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা, নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে

- **নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতাচ্যুত করার কু-অভ্যাস দৃঢ়ভাবে রোধ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ আরও জোরদার করবে।

  দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিধানগুলি আরও সুস্পষ্ট এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করে তুলতে আমরা সংবিধানের দশম তপশিল সংশোধন করব।

- **ভারতের বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা পুনরুদ্ধার করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে ভারতের বিচার বিভাগ রাজনৈতিক চাপ বা প্রলোভনমুক্ত থাকে, এর পরিবর্তে একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ কমিশন গঠন করবে, যা সুপ্রিম কোর্টের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক না করে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগের তত্ত্বাবধান করবে

  স্বার্থের দ্বন্দ্ব লাঘব করতে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা বিচারপতিদের সরকারি নিয়োগ গ্রহণ করার আগে আমরা একটি বাধ্যতামূলক ৩ বছরের 'কুলিং-অফ পিরিয়ড' চালু করব।

- **গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস সিবিআই, ইডি, এনআইএ এবং আয়কর বিভাগের মতো সংস্থাগুলির স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করবে। সেইসঙ্গে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউএফআই), ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) অন্যান্য, তাদের নিজ নিজ গঠনমূলক আইনের সংশোধন করে তাদের পরিচালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

  স্বাধীন প্যানেল এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কঠোর যোগ্যতা প্রোটোকল দ্বারা চালিত একটি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনগুলিকে নতুন নিয়োগ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হবে।

- **সংসদে একটি নতুন ডিজিটাল স্বাধীনতা বিল পেশ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে ভারতের নাগরিকরা ব্যক্তিগত তথ্যফাঁস, অযাচিত নজরদারি থেকে সুরক্ষিত থাকেন এবং তাঁদের ডিজিটাল অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

  - নাগরিকদের ডিজিটাল অধিকার রক্ষার জন্য আমরা সংসদে একটি নতুন ডিজিটাল স্বাধীনতা বিল পেশ করব। সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন বিজনেস এবং অন্যান্য সংস্থার দ্বারা নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং তার সদ্ব্যবহার করে নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নতুন নিয়ম আনা হবে

  - সাধারণ নাগরিক, সংবাদমাধ্যম বা রাজনীতিবিদদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য নজরদারি প্রযুক্তির অপব্যবহারকে বেআইনি সাব্যস্ত করতে নতুন আইন আনা হবে

  - একতরফাভাবে ইন্টারনেট শাটডাউন রোধ করতে আইন এবং প্রোটোকলের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করা হবে

- **দাঙ্গা বিধ্বস্ত মণিপুর রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে।** মণিপুরে হিংসা বন্ধে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

আমরা মণিপুরে শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাপন ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেব। যেমন:

- আক্রান্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে এবং তাঁদের অভিযোগের সমাধানের জন্য রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের সমন্বয়ে একটি শান্তি ও পুনর্মিলন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা
- মনোনীত ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে দ্রুত বিচারের জন্য গুরুতর অপরাধগুলির অপরাধীদের চিহ্নিত করা ও ঘটনাগুলির তদন্ত করার জন্য একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এসআইটি) গঠন
- প্রবল হিংসা কবলিত এলাকায় নিরাপত্তার কৌশল বাড়ানো, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কঠোর পদক্ষেপ করা
- যাঁরা তাঁদের বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পরবর্তীতে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য একটি ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ।

- **কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির একটি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল (এনআইসি) গঠন করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী করতে এবং বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট সন্ত্রাসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ করবে। পুঞ্চি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা একটি জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করব:
  - সমসাময়িক তালিকায় পড়ে এমন বিষয়ে বিল পেশ করার আগে কাউন্সিলের মাধ্যমে রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করা হবে।
  - দেশের কোথাও কোনও গুরুতর সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটলে, কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঁচদিনের মধ্যে সেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবে।

- **সারা ভারতে পরিষেবা প্রদানে 'ডোরস্টেপ ডেলিভারি' চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প এবং জনসেবামূলক কর্মসূচিগুলি সহজে সকল নাগরিকের নাগালের মধ্যে আনা হয়।

  'বেঙ্গল মডেল' থেকে শিক্ষা নিয়ে, যেখানে পুরস্কারপ্রাপ্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ২০২০ সাল থেকে ৬.৬ লক্ষ প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের দোরগোড়ায় ৮.৭ কোটি জনসেবা প্রদান করেছে, আমরা সারা দেশে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়নের প্রয়াস করব।

  বছরে দু-তিনবার পর্যায়ক্রমিক বিরতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড স্তরে স্থাপিত শিবিরগুলির মাধ্যমে, নাগরিকদের শংসাপত্র প্রদান বা আপডেট করা, কল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্যাবলী নথিভুক্ত করা বা সংগ্রহ করা ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি সহজেই পাওয়া যাবে। অপেক্ষার সময় কমবে এবং নথিভুক্তির কাজও সহজ হবে।

- **ডিজিটাল সহায়তা কেন্দ্র সমগ্র ভারতে স্থাপন করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে অনলাইন পাবলিক পরিষেবাগুলিও সহজে সমস্ত নাগরিকের নাগালের মধ্যে থাকে।

  'বেঙ্গল মডেল' থেকে আবারও শিক্ষা নিয়ে, যেখানে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে) সফলভাবে ৬.৫ কোটিরও বেশি নাগরিককে বিনামূল্যে ১২ কোটিরও বেশি অনলাইন পরিষেবা সরবরাহ করেছে, আমরা সারা দেশে একই ধরনের ই-পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করব। প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের নাগালে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাপনা স্থাপন করব। এর মাধ্যমে, সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে, দ্রুত এবং নিরাপদ উপায়ে সরকারের কাছ থেকে তাঁদের পরিষেবার সুবিধা পেতে সহায়তা করা সম্ভব হবে।

- **সরকারি খরচে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতে সরকারি খরচে নির্বাচন চালু করে দুর্নীতি নির্মূল করবে এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে নির্বাচনী সংস্কার আনবে।

  যেসব দেশে সরকারি খরচে নির্বাচন সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেইসব দেশ থেকে আমরা সেরা প্রশিক্ষণ নেব।এই উদ্যোগটি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই লড়াইয়ের সমান মঞ্চ প্রদান করবে। কালো টাকা এবং কর্পোরেট আর্থিক সহায়তার প্রভাব হ্রাস করবে। যার ফলে নির্বাচন আরও স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত হবে।

প্রশাসন

আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, সামাজিক সমৃদ্ধি

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলার অর্থনীতি আগামী ৫ বছরে দুই অঙ্কের শক্তিশালী বৃদ্ধির হার বজায় রাখবে।
- সকল বিপিএল পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে ১০টি এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে, যাতে তারা পরিশ্রুত রান্নার জ্বালানী পেতে পারে, এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব রন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো হবে।
- জিএসটি ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: ভারতের এক সময়ের সমৃদ্ধ অর্থনীতিকে বিজেপি তলানিতে টেনে নামিয়েছে

- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য থেকে গত ৫ বছরে কর হিসাবে **৬.৬৫ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা আদায় করা সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে প্রায় ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখে** বাংলার জনগণকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে।
- আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণকে চরম আর্থিক সংকটে ফেলেছে, ২০২৩ সালে সারা দেশে পারিবারিক সঞ্চয়ের পরিমাণ **পাঁচ দশকের মধ্যে সর্বনিম্নে পৌঁছেছে**।
- বিজেপি 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করেছে, কিন্তু তাদের 'বিষ কাল'-এর অধীনে, আটা (↑৩১%), অড়হর/তুর ডাল (↑৪০%) এবং দুধ (↑৫০%)-এর মতো **প্রয়োজনীয় খাবারের দাম আকাশ ছুঁয়েছে**। যা মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও দরিদ্রদের বিপর্যস্ত করে তুলেছে।
- বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভারত সর্বকালের **সর্বোচ্চ জ্বালানি এবং এলপিজি রান্নার গ্যাসের** দাম দেখেছে।
- বিশ্ব বাজারে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভারতীয় মুদ্রার দামের সর্বকালীন পতন ঘটেছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের **জিএসটি ব্যবস্থা** একটি সার্বিক বিপর্যয় — এটি রাজ্যগুলির আর্থিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ করেছে, তাদের হকের বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব করেছে, জালিয়াতি করেছে এবং রাজস্ব বণ্টনে বৈষম্য আরও প্রকট করেছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের পরিমাণ **১০০ লক্ষ কোটি টাকা, যা স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ববর্তী ১৪টি সরকারের নেওয়া মোট ঋণের দ্বিগুণ**।
- বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার বেপরোয়াভাবে নিজেরাই নিজেদের ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরবিএম) আইনের ঋণ নেওয়ার ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করেছে, আবার **ভন্ডামি করে রাজ্যগুলিকে** তাদের ন্যূনতম সীমা পর্যন্তও ঋণ নিতে দেয়নি।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: বাংলার এক সময়ের বিপর্যস্ত অর্থনীতি তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা পুনরুজ্জীবিত এবং নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে

- বাংলা ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে - আমাদের জিডিপি ২০১১-১২ সালে ৫.২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ সালে ১৮.৮ লক্ষ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়েছে (ভারতের বৃদ্ধির চেয়ে দু'গুণ বেশি)।
- আমাদের নাগরিকদের উন্নতি অব্যাহত রয়েছে - প্রতি ব্যক্তির গড় আয় ২০১১-১২ সালে ৫১,৫৪৩ টাকা থেকে ২০২২-২৩ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়ে ১,৪১,৩৭৩ টাকা হয়েছে।
- গত দশকে, বাংলার রফতানি বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, ২০১০-১১ সালে ৫৫,৫৮৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১.১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

- গত ১৩ বছরে বাংলার বাজেট চারগুণ বেড়েছে, ২০১১-১২ সালে ৮৪,৮০৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ৩.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে (কেন্দ্রীয় বাজেট বৃদ্ধির চেয়ে ৫০% বেশি)।
- বাংলার নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ চারগুণ বেড়েছে, যা ২০১০-১১ সালে ছিল ২১,১২৮ কোটি টাকা। তার থেকে বেড়ে ২০২২-২৩ সালে ৮৩,৬০৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
- **বাংলার রাজস্ব ঘাটতি** (জিএসডিপি-এর % হিসাবে) ২০১০-১১ সালে ৩.৭৫% থেকে **কমে** ২০২২-২৩ সালে ১.৭৮% হয়েছে।
- **বাংলার মূলধনী ব্যয়** ২০১০-১১ সালে মাত্র ২,৬৩৩ কোটি টাকা ছিল। সেখান থেকে বেড়ে ২০২২-২৩ সালে হয়েছে ২২,৭৫৩ কোটি টাকা।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: মূল্যবৃদ্ধির কবল থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা, রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা

বাংলার জন্য

- **বাংলার অর্থনীতি আগামী ৫ বছর দুই অঙ্কের বৃদ্ধির হার বজায় রাখবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে বাংলার বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

  বাংলার জিএসডিপি ২০২৩-২৪ সালে ১৭.২ লক্ষ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, ১১.০৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৪-২৫ সালে তা ১৮.৮ লক্ষ কোটিতে পরিণত হবে, আরও ১০.৫% বৃদ্ধি পাবে। ভারতের একটি 'শীর্ষ পঞ্চম' অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের ২০২১ সালের প্রতিশ্রুতি সফলভাবে পূরণ করার পর, আমরা নিশ্চিত করব যে বাংলা সফলভাবে এই দুই অঙ্কের বৃদ্ধির হার বজায় রাখবে।

  মূল সেক্টরগুলিতে বিনিয়োগ করে এবং পরিকাঠামো উন্নত করে, রাজ্যের উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান আরও শক্তিশালী করে, আমরা নিশ্চিত করব যাতে বাংলার অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা সামগ্রিকভাবে উন্নতি লাভ করে।

- **আগামী এক দশকে বাংলার রফতানি দ্বিগুণ হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে ভারতের 'গ্লোবাল ট্রেডিং হাব'-এ রূপান্তরিত করবে।

  গত দশকে, বাংলা তার রফতানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। ২০১০-১১ সালে ৫৫,৫৮৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ১.১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন পলিসি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল লজিস্টিকস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কার্যকর করার মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করব যাতে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট বার্ষিক রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের অংশ কার্যকরভাবে দ্বিগুণ করব।

- **বাংলায় দারিদ্র্যের মাত্রা কমে দাঁড়াবে ১%-এর নীচে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা থেকে দারিদ্র্য দূর করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে।

  আমরা কার্যকরভাবে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং আগামী ১০ বছরে সামাজিক নিরাপত্তার পরিসীমা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনপ্রতি দারিদ্র্যের অনুপাত ৮.৬% থেকে কমিয়ে ১%-এর নীচে নামিয়ে আনব।

  - উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে সহজলভ্য করার জন্য যোগ্য প্রত্যেকেই দুয়ারে সরকারের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে

বৈষম্য বা প্রত্যাখ্যান ছাড়াই সমস্ত সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

» মৌলিক সুবিধাসমূহ - সমস্ত পরিবারকে একটি ঘর, বিদ্যুৎ, এলপিজি, কলের জল ইত্যাদির সুবিধাগুলি দেওয়া হবে।

✚ **ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস (ইওডিবি) সহজ হবে এবং ক্রমাগত পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।** বাংলাকে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনের শীর্ষ গন্তব্যে পরিণত করার জন্য আমাদের বর্তমান প্রতিশ্রুতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, আগামী ৫ বছরে আমাদের রাজ্যকে ভারতের মধ্যে একটি 'সেরা-৫' ব্যবসায়িক গন্তব্যে পরিণত করার লক্ষ্যে ব্যাপক ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস (ইওডিবি) সংস্কার চালিয়ে যাওয়া হবে।

✚ **বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি টেক হাব আরও বিস্তৃত হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস প্রযুক্তি শিল্পে সেরা মানের চাকরি প্রদানের জন্য বাংলাকে একটি শীর্ষ গন্তব্যে পরিণত করার প্রয়াস ত্বরান্বিত করবে।

বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি টেক হাব চালু করা হয়েছে। এটিকে আরও প্রসারিত করতে, আমরা সমস্ত সংবিধিবদ্ধ অনুমোদনগুলিকে দ্রুত-ট্র্যাক করব, যা আরও বিনিয়োগকে আকর্ষণ করবে। এর ফলে ৫০,০০০ প্রত্যক্ষ দক্ষ কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে হাজার হাজার চাকরির সৃষ্টি হবে।

ভারতের জন্য

✚ **পেট্রল, ডিজেল এবং এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সাশ্রয়ী মূল্যে সীমাবদ্ধ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে ভারতের জনসাধারণ জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের দাম বহন করতে সক্ষম হবেন এবং তীব্র মূল্যবৃদ্ধি থেকে সুরক্ষিত থাকবেন।

» পেট্রল, ডিজেল এবং এলপিজি সিলিন্ডারের দামের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।

» বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত জ্বালানি সরবরাহের পরিবর্তনের ফলে এই পণ্যগুলির খরচের সম্ভাব্য বৃদ্ধিগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফান্ড তৈরি করা হবে।

» ঘাটতি কমাতে পেট্রল এবং ডিজেলের ৩০ দিনের অতিরিক্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য একটি কৌশলগত জাতীয় পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ তৈরি করা হবে।

✚ **প্রতি বছর বিপিএল পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে ১০টি এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে ভারতের প্রতিটি পরিবার সাশ্রয়ী মূল্যের রান্নার জ্বালানি পাবে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব রন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো হবে।

বাড়তে থাকা জ্বালানির দামের বোঝা কিছুটা হালকা করতে আমরা একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক বিপিএল পরিবারকে প্রতি বছর বিনামূল্যে ১০টি এলপিজি সিলিন্ডার দেব। কয়লা বা গ্যাসোলিনের মতো চিরাচরিত জ্বালানির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম দূষণের মাধ্যমে রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের বৃদ্ধি পরিবেশের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

✚ **জিএসটি ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করা হবে:** বর্তমান জিএসটি ব্যবস্থা, যা রাজ্যগুলির আর্থিক স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নিয়েছে এবং বিরাট ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেটির সংস্কার ঘটিয়ে রাজস্ব বণ্টন আরও ন্যায়সঙ্গত করা হবে।

» রাজস্ব প্রকাশে বিদ্যমান বিলম্ব দূর করতে, জিএসটি সংগ্রহ সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা পরিচালিত হবে। যারা তাঁদের বকেয়া অংশ সংগ্রহ করার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উদ্বৃত্ত স্থানান্তর করার ক্ষমতা থাকবে।

» উপযুক্ত মানদণ্ড স্থির করার জন্য জিএসটি কাউন্সিলকে আরও ঐক্যমত-ভিত্তিক সংস্থায় রূপান্তরিত করা হবে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে একটি আনুপাতিক বণ্টন নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হবে।

- জিএসটি ফাঁকি এবং জালিয়াতি রোধ করতে কমপ্লায়েন্স মেকানিজমকে শক্তিশালী করা হবে।
- ডাল, চাল, গম, ভোজ্য তেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের উপর জিএসটি ছাড় দেওয়া হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-উপাদানসমূহের (সার, কীটনাশক) উপর জিএসটি হ্রাস করা হবে।

✢ **রাজ্যগুলির আর্থিক ঋণের ক্ষমতা নির্ধারণের অধিকার পুনরুদ্ধার করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যগুলির ঋণ নেওয়ার ক্ষমতার অপ্রতিসম সীমা বাদ দিয়ে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দু'মুখো নীতির অবসান ঘটাবে।

আমরা ফিসকাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরবিএম) আইনের আওতায় রাজ্যের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের যানবাহনের বাজেট বহির্ভূত ঋণ রেখে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাতিল করব।

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আরও সহযোগিতামূলক ঋণ ব্যবস্থাপনা অর্জনের জন্য আমরা একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারগভর্নমেন্টাল এফআরবিএম কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করব।

✢ **বিদ্যমান কর নীতি এবং নিয়মগুলির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতে বিদ্যমান কর ব্যবস্থাপনার পুনর্মূল্যায়ন করবে। যাতে জনগণের উপর থেকে করের বোঝা কমে।

আয়কর দাখিলের পদ্ধতি সহজ করতে এবং এটিকে আরও নাগরিক-বান্ধব করতে আমরা কর সংস্কার প্রবর্তন করব। কর ব্যবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির বিদ্যমান স্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হবে এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। আমরা বিদ্যমান সেস-গুলির পরিসরও পর্যালোচনা করব। কারণ, বর্তমানে এটি রাজস্বের অংশীদারিত্বে রাজ্যগুলির ন্যায্য ভাগ অস্বীকার করে।

০৩

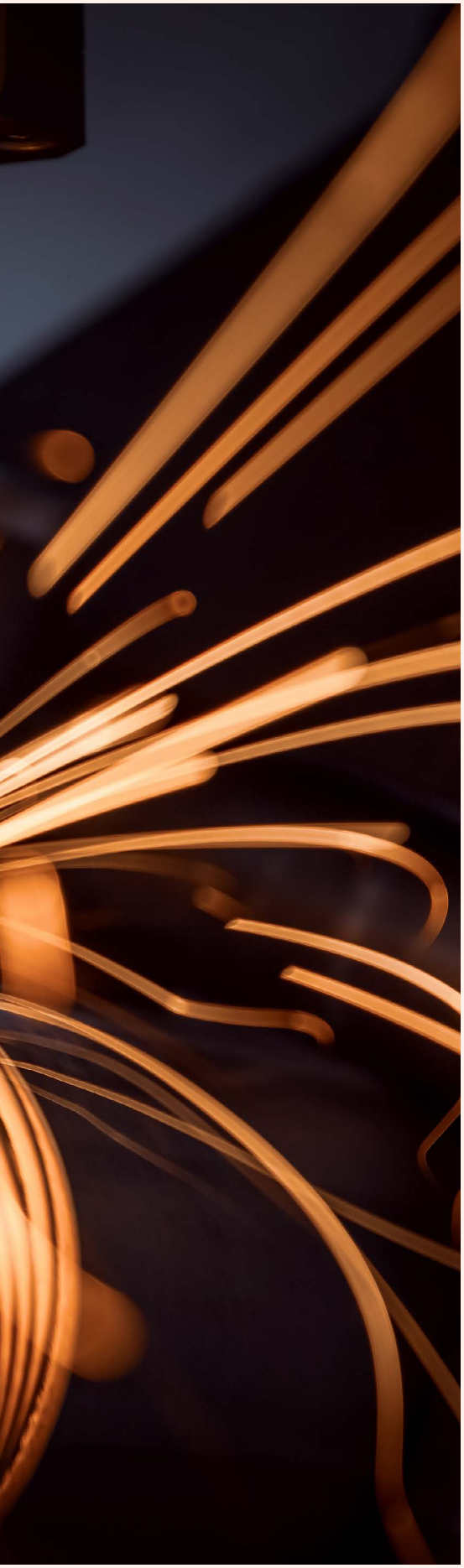

শিল্পায়নের জোয়ার, উন্নয়ন সবার

মূল লক্ষ্যসমূহ

- কর্মশ্রীর মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ জনশক্তিকে নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রদান করা হবে।
- সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের গ্যারান্টিযুক্ত কাজ প্রদান করা হবে এবং সমস্ত শ্রমিকরা দেশজুড়ে ন্যূনতম দৈনিক ৪০০ টাকা বর্ধিত মজুরি পাবেন।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার তার মিত্রদের উপকার করার জন্য খেটে খাওয়া শ্রেণির জীবন ধ্বংস করেছে

- বিজেপির স্বেচ্ছাচারী শাসনে, ধনীরা উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু দরিদ্ররা ভোগান্তির শিকার হয়েছে। কারণ, ভারতে সম্পদের বৈষম্য গত **ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে**। **১% ধনী ৪০.১% সম্পদের মালিক**। এই পরিস্থিতি ব্রিটিশ রাজের তুলনাতেও অধিক শোচনীয়।
- **'আমিরো কা বিকাশ, গরিবো কা বিনাশ'** - সংশ্লিষ্ট শিল্প মডেল কেবলমাত্র বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকেই সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। সমগ্র কর্মরত শ্রেণির মাত্র ১ শতাংশের উপর খরচে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে যত ঋণ মকুব করা হয়েছে, তার অর্ধেক পরিমাণ হল ১৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই ঋণ মকুবের ফলে কেবলমাত্র নির্বাচিত গোষ্ঠীই লাভবান হয়েছে।
- বিজেপি সরকারের চরম অব্যবস্থা এবং কর্পোরেট স্বার্থের সামনে **২০টিরও বেশি পিএসইউ-এর বেসরকারিকরণ** হয়েছে, যার ফলে **দীর্ঘমেয়াদী রাজস্বের উৎস এবং ১.৫ লক্ষেরও বেশি চাকরির সংস্থান হারিয়েছে।**
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের **'মেক ইন ইন্ডিয়া'** প্রোগ্রামটি চরম ব্যর্থতার নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। কারণ, ২০১৪ সাল থেকে গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ৫.৯%, যা বিজেপির করা বিরাট প্রতিশ্রুতির তুলনায় অত্যন্ত কম।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার **'আত্মনির্ভর ভারত'** প্রকল্পের অধীনে এমএসএমই-গুলিকে ৩ লক্ষ কোটি টাকার জামানত-মুক্ত স্বয়ংক্রিয় ঋণ দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও, সেই ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে এবং **অগণিত এমএসএমই-কে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।**

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে, বাংলার সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পের উন্নতি হয়েছে

- বাংলা তার এমএসএমই সেক্টরকে উজ্জীবিত করেছে, যা **১.৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান** জুগিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে **৫৭ লক্ষ নতুন এমএসএমই তৈরি করা হয়েছে**, ফলে ২০১১ থেকে ২০২৩ **পর্যন্ত ৬ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ সুরক্ষিত** করা হয়েছে।
- বাংলার **উৎপাদন ৭.৮% হারে বৃদ্ধি** পেয়েছে, যা ২০২২-২৩ সালে জাতীয় বৃদ্ধির ৫% হার ছাড়িয়ে গিয়েছে।
- বাংলায় কারখানার সংখ্যা ২০১০ সালে ৮,২৩২ থেকে **১৭% বৃদ্ধি** পেয়ে ২০২১ সালে ৯,৬৫০ হয়েছে।
- **২৬টি আইটি পার্ক** চালু হওয়ায় রাজ্যজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক বদল ও উন্নতি ঘটেছে।
- চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি ৩ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, **২০১১ সালে দৈনিক ৬৭ টাকার মজুরি থেকে বর্তমানে দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা হয়েছে,** উপরন্তু, প্রায় ২৩,০০০ **চা শ্রমিককে বসতবাড়ির পাট্টা** দেওয়া হয়েছে।
- বাংলার তাঁত **শিল্প** ভারতে **দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করে**। পরিমাণটা ৫.৪ লক্ষ (মোট নিয়োগের ১৭.৩%)।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: একটি সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প ক্ষেত্র গড়ে স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি

বাংলার জন্য

- **বাংলার গ্রামীণ কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রদান করা হবে।** কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখে আমাদের জনগণের উপার্জনের অধিকার কেড়ে নেবে, তৃণমূল কংগ্রেস তা হতে দেবে না।

  কর্মশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক জব কার্ডহোল্ডারকে কমপক্ষে ৫০ দিনের কাজ প্রদান করব।
  এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিকের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিয়েছি, কেন্দ্র যাঁদের পারিশ্রমিক আটকে রেখেছে।

- **বাংলার উৎপাদন নীতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।** বাংলার উৎপাদন ক্ষেত্র যাতে শক্তিশালী হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকে, তা নিশ্চিত করতে আমরাই পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

  আমরা আমাদের উদীয়মান শিল্পগুলি (তথ্যপ্রযুক্তি, বস্ত্রবয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, অ্যাকোয়াকালচার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির (রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল, লোহা ও ইস্পাত ইত্যাদি) জন্য একটি আপগ্রেডেড নীতি তৈরি করব। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে:

  - বাংলার মধ্যে উৎপাদন এবং নির্মাণের সুবিধার্থে পরিকাঠামো নির্মাণ (প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে কারখানা এবং ওয়ার্কস্পেস, পাওয়ার গ্রিড, ইন্টারনেট ও টেলিকম, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি)।
  - শিল্প সহায়ক দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই শিল্পগুলিতে কর্মশক্তি হিসাবে উচ্চমানের দক্ষতা সমৃদ্ধ স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মী নিয়োগে জোর দেওয়া হবে।

- **বাংলার চা ও পাট শিল্প আরও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ চা ও পাট শিল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করবে

  - কাজের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হবে।
  - ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে (চা কারখানার জন্য ফসল কাটার যন্ত্র এবং রোলিং/ চা পাতা শুকনো করার সরঞ্জাম, পাটকলের জন্য কার্ডিং, স্পিনিং এবং বুননের যন্ত্রপাতি)।

- **কার্যকরী এমএসএমই ইউনিটের মোট সংখ্যা ১.৫ কোটিতে উন্নীত করতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০ লক্ষ এমএসএমই যুক্ত করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে বাংলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে থাকবে।

  আমরা আমাদের প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করব এবং প্রতি বছর ১০ লক্ষ অতিরিক্ত এমএসএমই যুক্ত করব। আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সহজলভ্য করে স্থানীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বৃহত্তর বাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে দেব। এমএসএমই এবং বড় শিল্পের মধ্যে ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন এবং স্থানীয় লজিস্টিকসের মতো সহায়ক পরিকাঠামো তৈরি করব।

  অতিরিক্ত এমএসএমই-গুলি আগের মতোই শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাবে এবং রাজ্যে আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

- **বাংলার প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট শস্যভিত্তিক ফুড পার্ক স্থাপন করা হবে।** আমরা স্থানীয় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করে আমাদের কৃষক বন্ধুদের সাহায্য করব।

  প্রতিটি জেলার স্বতন্ত্র ফসলের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফুড পার্কগুলি কৃষকদের আরও ভালো মানের কাঁচামাল, পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং উন্নত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামোর সুবিধা লাভ করতে সহায়তা করবে।

  সমস্ত পার্কগুলি শক্তিশালী পরিকাঠামো দিয়ে ঢেলে সাজানো হবে। যার মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র, প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার্থে সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি (ওজন, বাছাই, পণ্যের গ্রেডিং)-সহ অত্যাধুনিক 'কোল্ড চেইন ইনফ্রা'-এর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত খামার থেকে ফসল স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা হবে।

- **বাংলার কারিগর সম্প্রদায়গুলিকে কার্যকরী মূলধন সহায়তা প্রদান করা হবে।** আমরা ২ লক্ষ কারিগরকে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা অর্জন করতে এবং রাজ্য ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সহায়তা করব।

  পেশাদার সরঞ্জাম কেনা বা ওয়ার্ক-শেড নির্মাণ/মেরামতের জন্য ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কারিগরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

ভারতের জন্য

- **ঋণ গ্রহণ ও উপাদান সংগ্রহ সহজ করতে এমএসএমই-এর জন্য একটি নতুন জাতীয় নীতি তৈরি করা হবে। এমএসএমই-গুলি আমাদের রাজ্যের শিল্পের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে সমগ্র দেশের শিল্পকেই উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

  'বেঙ্গল মডেল' থেকে শিক্ষা নিয়ে, যে ব্যবস্থাপনায় সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে এমএসএমই ঋণের সঙ্গে যুক্ত করে ঋণ গ্রহণকে সহজ করা হয়েছে, সেই পথেই নতুন জাতীয় নীতি ঋণের প্রচলিত উৎসগুলির (ব্যাঙ্ক, নন ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানিজ, মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশনস ইত্যাদি) পাশাপাশি অপ্রচলিত উৎসগুলিকেও একত্রিত করে (ট্রেড রিসিভেবলস ইলেকট্রনিক ডিসকাউন্টিং সিস্টেম, প্রাইভেট ইক্যুইটি/ভেঞ্চার ক্যাপিটল/ এঞ্জেল ফান্ডিং ইত্যাদি) একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করবে, যাতে কম সুদে এমএসএমই-গুলিকে ঋণ সরবরাহ করা যায়। এছাড়াও, কাঁচামাল সরবরাহকারীদের জন্য একটি সম্মিলিত মঞ্চ তৈরি করা হবে, যা ই-মান্ডি, এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট কমিটিস, ন্যাশনাল কমোডিটি ইত্যাদির সঙ্গে সাশ্রয়ী মূল্যে উপকরণগুলি সরবরাহ করার জন্য সংযুক্ত থাকবে।

- **স্থানীয় শিল্প অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য জেলাভিত্তিক 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিলেন্স ব্লুপ্রিন্টস' তৈরি করা হবে।** প্রতিটি জেলার পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে, তৃণমূল কংগ্রেস স্থানীয়ভাবে সচেতন শিল্পকর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে আগ্রহীদের উৎসাহিত করবে, যা 'এক জেলা এক পণ্য'-এর মতো নীতির তুলনায় অধিক বিস্তার লাভ করবে।

  কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক শিল্পগুলির সুযোগের সন্ধান করতে, সেগুলির দুর্বলতা ও চাহিদা বুঝতে এবং স্থানীয় শিল্প বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে কাস্টমাইজড মিনি-ক্লাস্টার, স্মার্ট ইনফ্রা, লজিস্টিকস এবং বাজারের সঙ্গে সহজ সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাজ করবে এবং সুষমভাবে আঞ্চলিক শিল্পের উন্নয়ন ঘটাবে।

- **সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের গ্যারান্টিযুক্ত কাজ প্রদান করা হবে এবং সমস্ত শ্রমিকরা দেশজুড়ে দৈনিক ৪০০ টাকা বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি পাবেন।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত ১০০ দিনের কাজ এবং বর্ধিত দৈনিক মজুরি-সহ MGNREGA-এর উপর নির্ভরশীল কোটি কোটি শ্রমিকের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা প্রদানের নিশ্চয়তা দেবে।

  শ্রমিকদের মজুরি তাঁদের সমসাময়িক অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট কিনা, তা নিশ্চিত করতে, দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হবে। কঠোরভাবে এটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সারা দেশের রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা হবে।

- **একটি চাকরি ভিত্তিক ইনসেনটিভ প্রকল্প চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতে 'জব্‌স উইথ গ্রোথ' তৈরি করতে পদক্ষেপ নেবে।

  আমরা দৃঢ় কর্মসংস্থান সম্ভাবনা-সহ সেক্টরে নিয়মিত, মানসম্পন্ন চাকরির বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগের জন্য কর্পোরেটদের আর্থিক ইনসেনটিভ প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে উদ্দীপিত করব, বিশেষ করে উৎপাদন এবং শ্রম-নিবিড় শিল্পের উপর জোর দিয়ে। এই উদ্যোগে চাকরির সংখ্যা বাড়াবে এবং এই কাজের গুণগত মান বাড়াবে, আরও নিযুক্ত এবং দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

- **'প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ' (পিএলআই) প্রকল্প উন্নত করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস পিএলআই-এর আওতায় আরও ক্ষেত্র সংযুক্ত করে শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

  আমরা আরও ক্ষেত্র, বিশেষ করে উৎপাদনপ্রবণ ক্ষেত্র যেমন কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট এবং খুচরো ও পাইকারি বাণিজ্যকে পিএলআই প্রকল্পের আওতায় এনে শিল্প-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আরও শক্তিশালী করব।

- **অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের জন্য যাতে দীর্ঘমেয়াদী একটি খসড়া নীতি প্রস্তুত করা যায়, তার জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করা হবে**

  নোটবন্দি এবং কোভিডের প্রভাবগুলি ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজের সম্ভাবনাগুলি ধ্বংস করেছে, যা আমাদের দেশে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সিংহভাগই সৃষ্টি করে। সেটা মাথায় রেখেই আমরা প্রতিষ্ঠা করব **স্পেশাল কমিশন**। যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করে তাদের জন্য মজুরি, কাজের অনুকূল পরিস্থিতি, লেবার কোডস অ্যান্ড প্রোটেকশন ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করবে। এর পেছনে উদ্দেশ্য হবে আমাদের দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানগুলিকে পেশাগতভাবে আরও স্থিতিশীল করে তোলা।

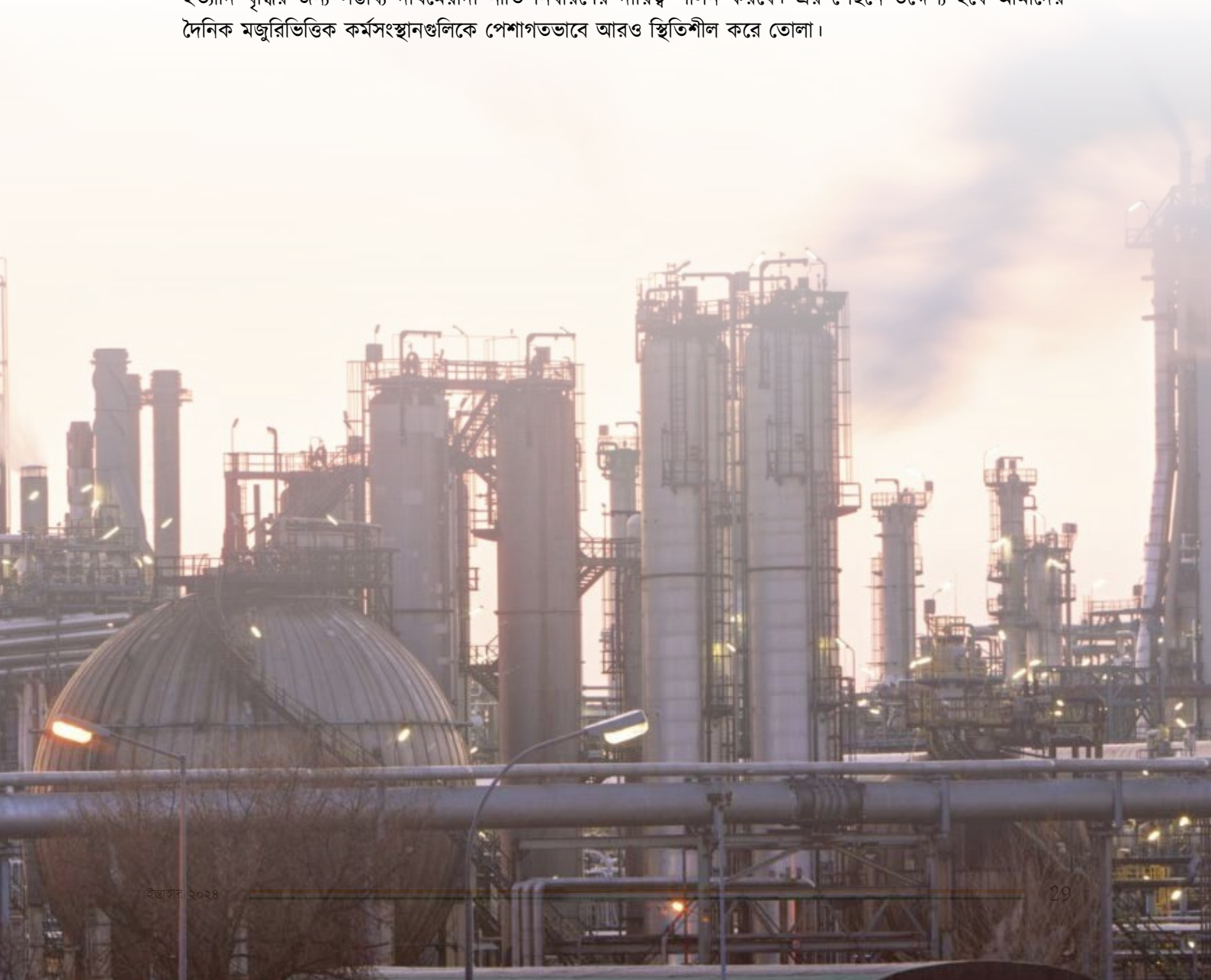

অধিক উৎপাদন, কৃষকের উন্নয়ন সাধন

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলার কৃষকদের কাছে কৃষি যন্ত্রপাতি আরও সহজলভ্য করা হবে এবং তাঁদের জন্য আরও বেশি ফার্মারস প্রোডিউস অর্গানাইজেশনস (এফপিও) তৈরি করা হবে।
- স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সারা ভারতে কৃষকদের জন্য MSP (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য) আইনত নিশ্চিত করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে কৃষি বিল বুলডোজ করেছে, কিন্তু পরে ভারতের কৃষকদের প্রতিবাদে সেই বিল বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে

- **তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন ভারতের কৃষকদের প্রতি বিজেপির প্রকৃত মানসিকতা প্রকাশ করেছে:** তাঁদের জীবন ও জীবিকার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে।
- নিজেদের অধিকারের স্বার্থে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমাতে তাঁদের উপর নির্মমভাবে পুলিশি বর্বরতা চালানো হয়েছে। **নির্বিচারে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে।**
- আমাদের কৃষকদের জীবিকার প্রতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা স্পষ্ট। তারা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিকে নিশ্চিত আইনি মর্যাদা দেয়নি এবং প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের উপর **জিএসটি চাপিয়ে তাঁদের উপর আরও খরচের বোঝা আরোপ করেছে।**
- মোট বকেয়া কৃষি ঋণ ২০১৪ সালে **৯.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা** থেকে বেড়ে ২০২১-২২ সালে ২৩.৪৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের **ঋণের ফাঁদে** জড়িয়ে দিয়েছে।
- গত চার বছরে বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৪.৪% থেকে কমিয়ে **২.৫%** করা হয়েছে, যা কৃষি পরিকাঠামো, ভর্তুকি বা সহায়তা কর্মসূচিতে **ন্যূনতম বিনিয়োগের** ব্যবস্থা করে কৃষকদের ক্ষতি করেছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে **কৃষকদের আয় দ্বিগুণ** করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান হারে ২০৩৫ সালের মধ্যেও তা হবে না।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতায় প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে — তারা **পিএম কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে** ৪২ লক্ষ ভুয়ো সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যাওয়া ৩,০০০ কোটি টাকার মাত্র ১/১০ ভাগ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: : গত এক দশকে বাংলার কৃষকদের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে

- কৃষি ও সহযোগী পরিষেবাগুলির বাজেট **১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে**। ২০১০-১১ সালে **২,২৭৪ কোটি টাকা** থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ২২,৬২০ কোটি টাকা হয়েছে।
- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের অধীনে **১ কোটিরও বেশি ক্ষুদ্র** ও প্রান্তিক কৃষককে বছরে ১০,০০০ **টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলা শস্য বীমা উদ্যোগের আওতায় ৭০ **লক্ষ কৃষক** ফসল বীমার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।
- বাংলা আজ ভারতের পাট, ধান এবং মেস্তা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে **শীর্ষ স্থানে রয়েছে**।
- বাংলা ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী রাজ্য**। মাছের রফতানি **৫৯,৭৭৪ মেট্রিক টন** (২০১০-১১) থেকে দ্বিগুণ বেড়ে ১,২৫,১৯৩ **মেট্রিক টন** (২০২২-২৩) হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: আমাদের কৃষক ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াব এবং তাঁদের অধিকার, স্বার্থ এবং জীবিকার প্রতিনিধিত্ব করব

বাংলার জন্য

- **কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের জন্য আরও সহজলভ্য করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে।

  আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে ২,০০০ ফার্ম মেশিনারি হাব (কাস্টম হায়ারিং সেন্টার) স্থাপন করব। যাতে আমাদের কৃষকরা বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সহজেই পেতে পারেন।

- **কৃষকদের উপার্জন বাড়াতে কৃষি উৎপাদন সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কৃষকদের জন্য কার্যকর, সহায়তামূলক ইকোসিস্টেম তৈরিতে তৎপর হবে।

  আমরা বাংলাজুড়ে ১,২০০ অতিরিক্ত কৃষি উৎপাদন সংস্থা (এফপিও) প্রতিষ্ঠা করব। যাতে আমাদের কৃষকরা উচ্চমানের সামগ্রী সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের জীবিকা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন এবং মাণ্ডিতে তাঁদের পণ্য বিক্রির বিষয়টি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

- **আলু চাষিদের ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের সহায়তা প্রদান করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ২০ লক্ষ আলু চাষিকে জীবিকা প্রদান করবে।

  আমরা বাংলা শস্য বীমা যোজনা (শস্য বীমা প্রকল্প)-এর অধীনে আলু চাষের জন্য নেওয়া ঋণের কিস্তিতে সহায়তা করব এবং কৃষকদের বছরভর আয় নিশ্চিত করব।

- **মাছ ধরার মরশুম বাদে বছরের বাদবাকি সময়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা সহায়তা প্রদান করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করবে এবং মাছ না ধরার মরশুমেও তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

  আমরা সমুদ্র সাথী প্রকল্প চালু করব। বাংলায় সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জীবিকা সংক্রান্ত বাধাগুলি দূর করার জন্য অফ-সিজনে বা মৎস্য শিকারে স্থগিতাদেশের সময়কালে ২ মাসের জন্য মাসিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করব এবং তারপর দেশের বাকি অংশের জন্যও একই ব্যবস্থা চালু করব।

ভারতের জন্য

- **স্বামীনাথন কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি গৃহীত হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের দেশের কৃষকদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নিশ্চিত করবে।

  আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধান ফসলের উৎপাদন খরচ মূল্যায়ন করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করব এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে লোকসভায় একটি বিল পেশ করব। যা আইনত এমন একটি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) প্রদান বাধ্যতামূলক করবে, যা সংশ্লিষ্ট শস্যগুলির গড় উৎপাদন খরচের চেয়ে কমপক্ষে ৫০% বেশি হবে। উৎপাদন পদ্ধতিকে সহজে পরিচালনার জন্য একটি প্রাইজ স্টেবিলাইজেশন ফান্ডও গঠন করা হবে, যা কমিটির সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

- **কৃষিপণ্যের উপর বিদ্যমান রফতানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হবে এবং আরও বেশি করে কৃষকবান্ধব**

- **রফতানি নীতি চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস কৃষি রফতানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কৃষকদের চাহিদা ও স্বার্থকেই দৃঢ়ভাবে অগ্রাধিকার দেবে।

  ভারতে বিশ্বের মাত্র ২.৪% ভূমি এবং ৪% জল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষিপণ্যের রফতানি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭.৮%-কে সুবিধা প্রদান করে।

  আমাদের দেশের কৃষকদের দুর্দশার জন্য ভারতের বর্তমান রফতানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যে দায়ী, তা স্বীকার করে, আমরা কৃষকবান্ধব নীতির উপর জোর দিয়ে ভারতীয় কৃষিপণ্যের আমদানি ও রফতানি নীতিতে সংস্কার আনব এবং নয়া নীতি কার্যকর করব।

  - আর্থিকভাবে লাভজনক পণ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বিস্তৃত পরিসরকে আকৃষ্ট করতে কৃষিজ পণ্যের রফতানিতে বৈচিত্র আনা হবে।
  - একটি স্থিতিশীল পণ্য বাণিজ্য নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। গম, চাল এবং চিনির মতো পণ্য, যেগুলি রফতানিতে ভারত একসময় শীর্ষ স্থানে ছিল, সেগুলির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনা করা হবে
  - ফল ও সবজির গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে কোল্ড-চেইন পরিকাঠামো এবং লজিস্টিকসে বিনিয়োগ বাড়ানো হবে।
  - এগ্রিকালচার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগের পরিমাণ বিদ্যমান কৃষি জিডিপির ০.৫% থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে কমপক্ষে ১% করা হবে।

- **কৃষক আন্দোলন চলাকালীন প্রতিবাদী কৃষকদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা মামলাগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের চাষিদের অহেতুক আইনি হেনস্থা থেকে রক্ষা করবে।

  তাঁদের অধিকারের স্বার্থে তাঁদের সাহসী সংগ্রামের বৈধতার স্বীকৃতিস্বরূপ, আমরা অবিলম্বে কৃষকদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করব, যে মামলাগুলি কৃষক আন্দোলনের সময় করা হয়েছিল। কৃষকদের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক মজবুত করব।

- **মৎস্যজীবীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অধিকতর সুযোগ প্রদান করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস জেলে সম্প্রদায়ের জন্য ঋণ গ্রহণে সমস্ত সমস্যা দূর করবে।

  মৎস্যজীবী সম্প্রদায় যাতে সহজেই আর্থিক সহযোগিতা লাভ করে, তা নিশ্চিত করতে ঋণ গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির পাশাপাশি আমরা তাঁদের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করব। যেখানে তাঁরা সরল ঋণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুদের হারে ভর্তুকি-সহ ঋণ পাবেন।

  আমরা মৎস্যজীবীদের জন্যও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড চালু করব। যাতে তাঁরা সহজে অতিরিক্ত ঋণ পেতে পারেন। সেইসঙ্গে, নৌকা এবং মাছ ধরার সরঞ্জামের মতো সম্পদ কেনার ক্ষেত্রে সুদের হারে সহযোগিতা এবং বীমার সুবিধা পেতে পারেন।

শিক্ষার অগ্রগতি, সমাজের প্রগতি

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলা থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
- শিক্ষা খাতে ভারতের বাজেট ব্যয় দ্বিগুণ করে ২.৫% থেকে ৫% বৃদ্ধি করা হবে।
- ভারতজুড়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের জন্য উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: ভারতীয় শিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে এবং কয়েক দশকের নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে

- বিজেপি জমিদাররা নিজেদের ঘৃণ্য নীচ মনোবৃত্তির প্রদর্শন করে **'সমগ্র শিক্ষা মিশন' তহবিলের ১৭,৩০০ কোটি** টাকা আটকে রেখে বাংলার শিশুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে।
- রাজ্যপালের অফিসের মাধ্যমে **অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নির্বিচারে নিয়োগ**, ইচ্ছাকৃত বাধা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের কাজকর্মে বিরোধিতার মাধ্যমে ছাত্রদের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলার চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার **ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনকে একটি করুণ পিআর এজেন্টে** পরিণত করেছে। তারা 'সেলফি পয়েন্ট' তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে এবং বিতর্কিত বিলের বিজ্ঞাপন নিয়ে মাতোয়ারা থেকেছে। পাশাপাশি, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ তহবিল ৯,০০০ কোটি টাকারও বেশি কমিয়েছে।
- ইতিহাসের গৈরিকীকরণের নির্লজ্জ প্রয়াসে, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-এর অপব্যবহার করে **নির্বিচারে ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় পরিবর্তন আনছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইতিহাস লিখে ভুল তথ্য দিচ্ছে**।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নোংরা **জাতীয় শিক্ষা নীতি** হল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আরও একটি আঘাত। যা স্বতন্ত্র শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা, ভাষাগত চাহিদা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মোটেও উপযুক্ত নয়।
- ৪৫টি কেন্দ্রীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮,৯৫৬টি অনুমোদিত শিক্ষক পদের মধ্যে ২০২৩ সালের প্রথম দিকে প্রায় **এক-তৃতীয়াংশ (৬,০২৮) পদই খালি ছিল**।
- **২৩,০০০ কোটি টাকার প্রাক-মাধ্যমিকস্তরের বৃত্তি বন্ধ** করে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সাশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারতের লক্ষ লক্ষ ওবিসি এবং সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীর নাগালের বাইরে করে দিয়েছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: কিন্ডার গার্ডেন থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত, তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষার মান, সমতা বাড়িয়েছে এবং শিক্ষা সকলের নাগালে এনে দিয়েছে

- শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি খাতে বাজেট ২০১০-১১ সালে ১৩,৮৭২ কোটি টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ৪৭,৪৭০ কোটি টাকা হয়েছে।
- কন্যাশ্রী প্রকল্পটি রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন 'পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে। উচ্চ প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পঠনপাঠনের জন্য আর্থিক সহায়তা করে ৮৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রীর উপকার করেছে।
- ২০১০ সাল থেকে ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২টি কলেজ, ২৯৮টি আইটিআই, ২০২টি পলিটেকনিক কলেজ এবং ২,২১,৮৪৯টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রসংঘের ডব্লিউএসআইএস পুরস্কারে ভূষিত সবুজ সাথী প্রকল্পের অধীনে **১.২৫ কোটিরও বেশি**

পড়ুয়াকে সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে, **৩৬ লক্ষ পড়ুয়া তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের** অধীনে ট্যাবলেট কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

এই প্রকল্পগুলির সাফল্যের কারণে বাংলা **উচ্চ প্রাথমিকস্তরে স্কুলছুটের হার** ০% -এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে রক্ষা করা, যা বিজেপি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে এবং আমরা শিশু ও যুবকদের ভবিষ্যতকে উন্নত করব

বাংলার জন্য

- **বাংলার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ করবে।
  - আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স' মর্যাদা দেওয়ার একটি প্রস্তাব জমা দেব।
  - আমরা বাংলার ১৪৩টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুলতুবি হয়ে থাকা ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (NAAC) স্বীকৃতি লাভের প্রক্রিয়াগুলি দ্রুততর করব।
- **কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই উপাচার্য নিয়োগ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে উপাচার্যদের নিয়োগ কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই করা হয়। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে সমর্থন করে তা কার্যকর করা হবে।

  আমরা ২০১৮ সালে ইউজিসি প্রবিধানগুলি সংশোধন করব এবং রাজ্য-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশিকা কার্যকর করব।
- **রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি মডেল আবাসিক স্কুল গড়ে তোলা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের শিশুদের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন পঠনপাঠন নিশ্চিত করবে।

  আমরা রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকেই মডেল স্কুল নির্মাণ এবং অন্যান্য স্কুলগুলির মানোন্নয়ন করার মাধ্যমে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং ক্রীড়া সুবিধা-সহ প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত করা হবে।
- **ট্যাবলেট/স্মার্টফোন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস সাশ্রয়ীভাবে বাংলার শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রচার করবে।

  তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের অধীনে ছাত্র প্রতি ১০,০০০ টাকা অনুদানের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল শিক্ষা এবং অনলাইন অধ্যয়নে সুবিধার জন্য ট্যাবলেট/স্মার্টফোন কিনতে সক্ষম করে তুলব। উপরন্তু, যোগ্যতার মানদণ্ড দ্বাদশ শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণিতে সংশোধিত করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা এক বছরের পরিবর্তে দুই বছরের জন্য এই ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতে পারে।

ভারতের জন্য

- **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করতে জাতীয় শিক্ষা নীতি সংশোধন করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে সমস্ত রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা, শেখার প্রয়োজনীয়তা এবং ভাষাগত চাহিদা রক্ষার জন্য প্রতিটি রাজ্যের বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি 'স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করে শিক্ষা নীতি সংশোধন করা হয়।
  - আমরা ৫+৩+৩+২ কাঠামো প্রয়োগ করব না। পরিবর্তে প্রতিটি রাজ্যকে তার নিজস্ব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা-কাঠামো অনুসরণ করতে উৎসাহিত করব।
  - আমরা দেশব্যাপী সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল করব এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার অধিকার পুনরুদ্ধার করব।
- **শিক্ষা খাতে ভারতের বাজেট ব্যয় জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে শিক্ষাকে পুনরায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

  আমরা শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৫% থেকে বাড়িয়ে জিডিপির ৫% করব। বর্ধিত বাজেট সারা দেশে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে/ভর্তুকিমূল্যে স্কুলের পোশাক, অধ্যয়নের উপকরণ, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার মৌলিক অধিকার আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

  আমরা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যগুলির চাহিদাসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য আরও পদক্ষেপ করব, যাতে শিক্ষার উপর রাজ্যগুলির ব্যয় উন্নীত করা যায়।

- **কেন্দ্রীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সমস্ত শূন্যপদ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।** কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ঘাটতি বন্ধ করতে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে।

  আমরা ৪৫টি কেন্দ্রীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬,০০০টিরও বেশি শূন্যপদ চিহ্নিত করব - ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, ত্রিপুরার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ নজর দিয়ে একবছরের মধ্যে সেই সমস্ত জায়গায় মোট পদের এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করা হবে, যেখানে এই ধরনের প্রায় অর্ধেক পদ এখন খালি রয়েছে। অন্যান্য অনগ্রর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত খালি পদগুলি যাতে যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- **ওবিসি, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করব।** শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক যুবক-যুবতীদের উন্নয়নে সহায়তা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  ভারতের ওবিসি, এসসি ও এসটি পড়ুয়াদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগের যে ব্যবধান তা পরিপূরণের তথা দেশের মানব সম্পদকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রদানকারী বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করব।
  এই সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত পড়ুয়া, যাঁরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর এমনকী কোনও ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেশন কোর্সও করছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এই বৃত্তিগুলি পাবেন এবং উন্নত মানের শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

- **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির জন্য প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-মাধ্যমিকস্তরের বৃত্তি পুনরায় চালু করা হবে।** ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনার সাথে প্রাক-মাধ্যমিকস্তরের বৃত্তি পুনরায় চালু করা হবে এবং সংখ্যায় তিনগুণ করা হবে।
  - পিএম ইয়ং অ্যাচিভার্স স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড ফর ভাইব্রেন্ট ইন্ডিয়া ফর ওবিসি অ্যান্ড আদার্স (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬)-এর নির্দেশিকা সংশোধন করে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ওবিসি পড়ুয়াদেরও তার আওতাভুক্ত করা হবে।
  - একইভাবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিকস্তরের স্কলারশিপের অধীনে প্রথম-দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করবে।

- **প্রশ্নপত্র ফাঁসের আশঙ্কা রোধে নীতিমালা চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অসাধু উপায়ে কৃতকার্য হওয়ার প্রবৃত্তির অবসান ঘটাবে এবং আমাদের তরুণদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করবে।

  আমরা পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) বিল ২০২৪ সংশোধন করার জন্য লোকসভায় একটি বিল পেশ করব। যার মাধ্যমে:

  - প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনার সম্পূর্ণভাবে তদারকি করার জন্য একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় কমিশন (কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে) গঠন করা হবে।
  - প্রশ্নপত্র মুদ্রণ এবং প্রশ্নপত্র পরিবহণের মতো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির উপর কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হবে।
  - বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক বৈদ্যুতিন নজরদারি নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।
  - পরীক্ষা পরিচালনার জন্য তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলির উপর জাতীয় মানদণ্ড এবং প্রোটোকল প্রণয়ন করা হবে।

- **বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যাতে ভারতের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা পক্ষপাতমুক্ত থাকে।

  আমরা বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের একটি নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করব। যাতে ভারতজুড়ে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি তাদের গুণমানের জন্য নিরীক্ষিত হয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রচার, সেন্সর বা বাস্তবিক সংশোধনবাদ থেকে মুক্ত থাকে। এর মাধ্যমে, আমরা স্কুল পাঠ্যক্রমে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন উপাদান সংরক্ষণ করার চেষ্টা করব।

প্রাথমিক শুশ্রূষা
মশা নিয়ে কথা
শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ দিন

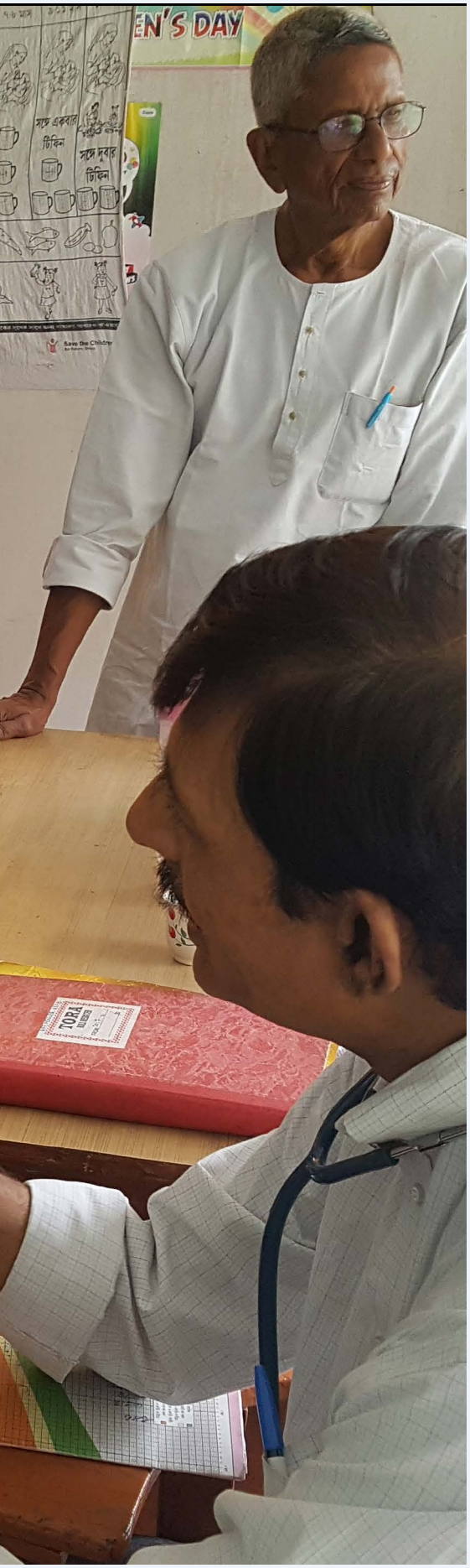

সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার, সুস্থ বাংলা সবার

মূল লক্ষ্যসমূহ

- আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ডোরস্টেপ ডেলিভারি চালু করা হবে।
- ভারতের স্বাস্থ্যসেবা বাজেট মোট বাজেটের ৬% বৃদ্ধি করা হবে।
- আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বীমাটির বদলে উন্নততর স্বাস্থ্যসাথী বীমা চালু করা হবে। যা ১০ লক্ষ টাকার বর্ধিত বীমার সুবিধা প্রদান করবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: স্বাস্থ্যসেবার প্রতি ভারতবর্ষের প্রতিশ্রুত বিজেপির তত্ত্বাবধানে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে গিয়েছে

- জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের তহবিলের **২,২৯৮ কোটি টাকা** আটকে রেখে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার কোটি কোটি মানুষকে সুলভ এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করেছে।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বাস্থ্যসেবা বাজেট, ২০২১ সালে জিডিপির ১.১% থেকে ২০২৪ সালে ০.৩% **কমিয়েছে**, যা আমাদের ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুতর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক ভুল পদক্ষেপের ফলে ভারতের কোনও নাগরিক কোভিড অতিমারির সময়ের আতঙ্ক এবং হতাশার কথা ভুলবে না। ভারত সাক্ষী থেকেছে হাসপাতালের শয্যা, অক্সিজেন ও ওষুধের ঘাটতি, অগণিত গৃহহারা পরিযায়ী, এবং অসংখ্য মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করা।
- **পিএম কেয়ার ফান্ডটিও** নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে - এর স্বচ্ছতার অভাব, ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম সরবরাহ এবং অডিটে ফাঁকি, এ সবকিছুই এই তহবিলের প্রতি সরকারের প্রতারণামূলক অভিপ্রায়কে তুলে ধরে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সাফল্য হিসাবে বিবেচিত আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা, যা একচেটিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর **বৈষম্যমূলক যোগ্যতার মানদণ্ডগুলি**, স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের **আয়ুষ্মান ভারত তহবিলের** অব্যবস্থাপনা প্রকাশ্যে এনেছে **সিএজি(ক্যাগ)**— ৭.৫ লক্ষ সুবিধাভোগী জাল নম্বরের মাধ্যমে সংযুক্ত, ১.১ কোটি টাকা মৃত রোগীদের জন্য খরচ করা হয়েছে, ৪,৭৬১টি রেজিস্ট্রেশন মাত্র ৭টি আধার কার্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার প্রবর্তন করেছে, সবার নাগালের মধ্যে মানসম্মত পরিষেবা প্রদান করেছে

- স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাজেট ২০১০ সালে ৩,৪৪২ **কোটি টাকা থেকে পাঁচগুণ বেড়ে** ২০২৪ সালে ২০,০৫৩ কোটি টাকা হয়েছে।
- যুগান্তকারী **স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের** মাধ্যমে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে, বাংলা **সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার** শিরোপা অর্জন করেছে।
- ২০১১ সাল থেকে, **৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ৩২৯টি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা এবং ৩,৪০৭টি নার্সিংহোম** স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।
- ২০১১ সাল থেকে, সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা **৫৮,৬৪৭ থেকে বেড়ে ৯৭,০০০ হয়েছে**, পাশাপাশি সরকারি চিকিৎসকের সংখ্যা **২০২৩ সালে ৪,৮০০ থেকে তিন গুণ বেড়ে ১৮,২১৩ হয়েছে**।
- বাংলার ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট (আইএমআর) ২০১১ থেকে ২০২০-র মধ্যে ৩২ থেকে ১৯ (**৪০%**) এবং

ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট (এমএমআর) ১১৭ থেকে ১০৩ (১২%)-এ নেমে এসেছে; প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ২০১১ সালে ৬৮.১%-এর তুলনায় বেড়ে ২০২৩ সালে ৯৯.২% হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি (এসএসকে) **১৯ কোটি** পরিদর্শন নথিভুক্ত করেছে এবং **১৬ কোটি** বার রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: ক্রমাগত স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত করা এবং উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা

বাংলার জন্য

- **স্বাস্থ্য পরিষেবায় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য, দ্বিগুণ পরিমাণে প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের নিয়োগ কার্যকর করা হবে।** রোগীর যত্ন, স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা, এবং জরুরীকালীন পরিষেবা উন্নত করতে, আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা জোরদার করতে প্যারামেডিকদের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করব।

- **স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ মোবাইল হেলথ ভ্যান চালু করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি সবার হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে।

  আমরা প্রতিটি ব্লকে ডায়াগনস্টিক টেস্ট, ইমিউনাইজেশন, সাধারণ সহজলভ্য ওষুধের পাশাপাশি ব্র্যান্ডেড ওষুধের ডেলিভারি, ইত্যাদি আধুনিক সুবিধা বিশিষ্ট মোবাইল হেলথ ভ্যান চালু করব, যাতে নাগরিকরা তাদের দোরগোড়ায় সুবিধামত এই পরিষেবাগুলির সুবিধা পেতে পারে।

- **গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবার খাতিরে আরও বেশি ডাক্তারদের উৎসাহিত করার জন্য, আরও বেশি ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা হবে।** পরিস্থিতি আর আগের মতো থাকবে না, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তারের অভাব দূর করতে তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত পদক্ষেপ করবে।

  ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সুপারিশের সাথে সঙ্গতি রেখে, আমরা এই ধরনের ডেপুটেশনকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য, ডাক্তারদের গ্রামাঞ্চলে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আবাসন সংক্রান্ত ভাতা বৃদ্ধি করব।

- **স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পটি বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।** আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা যেখানেই থাকুক, তাদের প্রতি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  আমরা স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুবিধাগুলি ২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেবো, যারা বাংলার বাইরে থেকে কাজ করে এবং যাদের নাম কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টালে নথিভুক্ত করা আছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা বীমা কভারেজের মাধ্যমে তাদের কাজের জায়গায় হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাবে।

- **সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গে একটি বিশেষ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং সংক্রামক রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।

  আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাঙ্গণে সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য "সংক্রামক রোগ এবং বেলেঘাটা জেনারেল হাসপাতাল"-এর মতো একটি স্থায়ী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করব। প্রতিষ্ঠানটি জলাতঙ্ক, হাম, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির মতো সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত চিকিৎসার উপর নজর রাখবে।

ভারতের জন্য

- **ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজেট তিনগুণ করে ৬% করে তোলা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস জনস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত ব্যয়ের দ্রুত পুনর্গঠন করবে।

  সমস্ত নাগরিককে মানসম্পন্ন এবং সুলভ মূল্যের স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা প্রদানের জন্য, আগামী দিনে ডব্লিউএইচও-এর সুপারিশগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসেবা বাজেটে তিনগুণ করে ১.৯% থেকে ৬% বাড়ানোর জন্য চাপ দেবে।

  এর ফলে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো এবং রক্তাল্পতায় আক্রান্ত শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও বয়স্ক গ্রামীণ গরিবদের মতো প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষদের শেষ পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়ার মতো বিশেষ ক্ষেত্রে, কার্যকরভাবে খরচ করা হবে।

- **বর্তমান আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পকে বদলে, আরও ভালো স্বাস্থ্য সাথী স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা অবধি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের দরিদ্র এবং দুর্বলদের জন্য আরও ভালো স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ নিশ্চিত করবে।

  ভর্তুকিযুক্ত আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য মানুষের ক্ষমতাকে জোরদার করতে, আমরা পুরনো জন আরোগ্য যোজনাকে বদলে দিয়ে, বাংলার গর্ব এবং সারা দেশের মডেল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পকে নিয়ে আসব, যেখানে আমরা প্রতি সুবিধাভোগীর জন্য বীমা কভারেজ ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ— দ্বিগুণ করব।

  সমস্ত ১০ কোটি সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য বীমা কার্ড ইস্যু করা হবে, যা তাদের সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে আগে থেকে বিদ্যমান রোগের চিকিৎসাজনিত অবস্থার সমস্ত কভারেজ।

- **পিএম কেয়ারকে আরটিআই এবং সংসদের অধীনে আনা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস পিএম কেয়ার ফান্ডের নিয়মিত অডিট ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করবে।

  এটিকে "পাবলিক অথরিটি" হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে, আমরা তহবিলটিকে আরটিআই আইনের আওতায় আনব। তদারকি বাড়ানোর জন্য, আমরা পিএম কেয়ার-কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) আওতায় আনার জন্য এটাকে মানুষের তহবিল হিসাবে চিহ্নিত করব, যাতে এর প্রতিটি টাকা আরও শক্তিশালী, আরও স্থিতিশীল স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা গঠনের জন্য ব্যয় করা হয়।

- **মৈত্রী সম্পূরণ পুষ্টি উদ্যোগ চালু করা হবে।** গর্ভবতী/সদ্য হওয়া মা এবং তাদের নবজাতক শিশুদের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস আরও ভাল মনোযোগ দেওয়া নিশ্চিত করবে।

  দেশে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট (আইএমআর) এবং ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট (এমএমআর) কমাতে, আমরা আর্থিকভাবে দুর্বল গর্ভবতী এবং সদ্য হওয়া মায়েদের জন্য মৈত্রী সম্পূরণ পুষ্টি উদ্যোগ চালু করব, তাঁদের আর্থিক সহায়তা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত কিট সরবরাহ করব। সুবিধাভোগীরা দু'টি পুষ্টি কিট এবং একটি শিশুর যত্নের প্রয়োজনীয় কিট পাবেন।

TAXI
TAXI

পরিকাঠামোয় উন্নতি, দৈনন্দিন জীবনে অগ্রগতি

মূল লক্ষ্যসমূহ

- সমস্ত পরিবারকে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে।
- সমস্ত বসত এলাকা সব ঋতুতে সামঞ্জস্যপূর্ণ সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে।
- ভারত ও বাংলার দরিদ্রদের পাকা বাড়ি দেওয়া হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: কেন্দ্র বারবার বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে, তহবিলের অপব্যবহার করেছে এবং মৌলিক পরিকাঠামোকে অবহেলা করেছে

- যেহেতু বিজেপি সরকার আবাস যোজনার তহবিলের ৮,১৪০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে, বাংলায় ১১.৩ লক্ষ উপভোক্তা তাঁদের বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
- ২০২১ থেকে আবাস যোজনার অধীনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে ১ টাকাও দেয়নি।
- যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আবাসন দিতে অস্বীকার করেছিল, তার ফলে জলপাইগুড়িতে সাম্প্রতিক ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিপদ বেড়েছে।
- বিজেপি সরকার রাস্তার কাজের অনুমোদন বিলম্বিত করে এবং গ্রাম সড়ক যোজনার তহবিলের ২,৮৪১ কোটি টাকা বন্ধ করে বাংলার গ্রামীণ উন্নয়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
- বিজেপি সরকার অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর্মেশন (আমরুত) তহবিলের ৪৮ কোটি টাকা আটকে রেখে, গ্রাম থেকে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাংলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে রুদ্ধ করেছে।
- ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে বিজেপি জমিদাররা বাংলার জন্য একটি টাকাও না ছেড়ে, বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।
- বিজেপি সরকারের সুস্পষ্ট অক্ষমতা এবং কার্যকারিতার অভাবের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৬০% প্রকল্প স্থগিত বা বিলম্বিত হয়েছে, যার ফলে ৪.৭ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের জন্য বিমান সংযোগ বৃদ্ধি করতে এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে — ইউডিএএন প্রকল্পের অধীনে ৯৩% রুটে মোটা ছাড় দিয়েও পরিষেবা টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।
- বিজেপি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো রেল পরিকাঠামোর প্রতি অবহেলার ফলে ২৪৪টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে (২০১৭ থেকে ২০২২-এর মধ্যে)। বাধ্যতামূলক ট্র্যাক পরিদর্শনের ৫০% করা হয়নি এবং রেলওয়েতে (গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড) তিন লক্ষেরও বেশি শূন্য পদ রয়েছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন, ২০২৩ সালের মধ্যে ২২,৮১৪ কোটি টাকার ৪০০টি প্রকল্পের বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়ে, হাজার হাজার নগরবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে অসমর্থ হয়েছে।
- বিজেপি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ২০২২ সালের মধ্যে আহমেদাবাদ-মুম্বই বুলেট ট্রেন চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান স্থিতি অনুসারে প্রকল্পটি ২০২৭ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, প্রক্রিয়াটিতে মারাত্মক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নের জন্য একটি পরিকাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করেছে, তার জন্য বাংলার প্রতিটি মানুষ গর্ববোধ করে

- **আজ পর্যন্ত ৬০ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ পরিবার মজবুত আবাসন পেয়েছে;** যেখানে স্থায়ী আবাসন নেই,

এরকম **প্রায় ৪ লাখ চা কর্মীদের বাড়ি চা সুন্দরীর** অধীনে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- পথশ্রীর অধীনে, **২৬,৪৮৭ কিলোমিটার** রাস্তা **নির্মাণ ও মেরামত** করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত **১২,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণাধীন**।
- **৫৯,৯১৬টি স্কুল, ৪৩,৮৬৬টি অঙ্গনওয়াড়ি এবং ৮,২৯৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জল সরবরাহের সুবিধা-সহ ৭১.৬ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে** পানীয় জলের সংযোগ বাড়ানো হয়েছে।
- বাংলার বহাল **পাওয়ার ক্যাপাসিটি বেস ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে**। ২০১১ সালে ৯,৪০২.৪ মেগাওয়াট থেকে **বৃদ্ধি পেয়ে**, ২০২৩ সালে ১৫,৫২৯.৭৭ মেগাওয়াট হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: সারা দেশ জুড়ে মানসম্পন্ন পরিকাঠামো নিশ্চিতকরণ

বাংলার জন্য

- **বাংলার দরিদ্রদের নিশ্চিত আবাসন প্রদান করা হবে**। কেন্দ্র সাহায্য করুক বা না করুক, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি যোগ্য পরিবারের মাথার উপর একটি ছাদ নিশ্চিত করবে।

  বিজেপি সরকার বাংলায় দরিদ্রদের জন্য বাড়ি তৈরির তহবিল দিতে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্বাধীনভাবে সমস্ত যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য ১১.২ লক্ষ বাড়ি তৈরি করব, যা সম্পূর্ণরূপে রাজ্যের তহবিলে করা হবে। পরবর্তী ধাপে আরও ৫.৮ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হবে।

- **সমস্ত পরিবারের জন্য দিবারাত্রি কার্যকরী নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস অতিরিক্ত ১ কোটি পরিবারকে নলবাহিত পানীয় জলের সুবিধা প্রদান করবে, যার ফলে রাজ্য জুড়ে ১০০% পরিষ্কার এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- **বাংলার সমস্ত বাসস্থানকে, সবরকম আবহাওয়ায় স্থিতিশীল রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে সারা বাংলায় মানসম্পন্ন রাস্তাগুলির সংযোগস্থাপন হয়েছে।

  পথশ্রী-রাস্তাশ্রীর মাধ্যমে, আমরা আমাদের রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণ উদ্যোগের মাধ্যমে ১২,০০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

- **কলকাতা মেট্রো আরও সম্প্রসারিত করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে, সমস্ত কলকাতার শহরের যে কোনও প্রান্ত থেকে দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক পরিবহনের মাধ্যম ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারে।

  কলকাতার প্রতিটি কোণায় পৌঁছানোর জন্য শহরতলির এলাকাগুলিকে কার্যকরভাবে জুড়ে, বর্তমান কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে আরও ১১.৫ কিলোমিটার পথ যোগ করা হবে।

- **ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মিশন মোডে সম্পন্ন হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আমাদের জনগণকে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত বঞ্চনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে না।

  মাস্টার প্ল্যানের বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে, ১৯ কিলোমিটার নদীর তীর পুনরুদ্ধার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থায়নের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেও আমরা প্রকল্পের সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিত করব।

ভারতের জন্য

- **ভারতের দরিদ্রদের জন্য সম্মাননীয় আবাসন নিশ্চিত করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের বাড়ি নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।

  নিয়মকানুনের প্রক্রিয়াগুলি সহজতর করে, নতুন সুবিধাভোগীদের জন্য আবাস যোজনার আবেদনগুলি দ্রুত অনুমোদন করে এবং আবাসন প্রকল্পগুলির জন্য জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুততর করে, আমরা নিশ্চিত করব যে যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আরও তাড়াতাড়ি হবে, যাতে সম্মাননীয় আবাসনের স্বপ্ন পূরণ হয়।

  এই পদ্ধতিতে, মর্যাদাপূর্ণ আবাসনের স্বপ্ন ভারতের সমস্ত দরিদ্রদের জন্য বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

- **ভারতের রেলওয়ের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। সাশ্রয়ী ভ্রমণ নিশ্চিত করাই হবে প্রধান অগ্রাধিকার।

  যে বিশাল পরিমাণে যাত্রী পরিবহনে ভারতীয় রেল কাজ করে তা স্বীকার করে, এবং পুরনো পরিকাঠামো সংস্কার করার ক্রমাগত প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে, আমরা ভারতের রেলওয়েকে ঢেলে সাজানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করব। যা নজর রাখবে:

  - যাত্রীদের নিরাপত্তা উন্নত করতে ট্রেনের ইঞ্জিন এবং ট্র্যাক রুটে আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেমে অ্যান্টি-কলিশন প্রযুক্তি স্থাপন।
  - মালবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রাফিককে পৃথক করার জন্য ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোরের (ডিএফসিএস) সমাপ্তি দ্রুত সম্পন্ন করা, যা মালবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেন উভয়ের গতি এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
  - আইআরসিটিসি পোর্টালের ওয়েব আর্কিটেকচারের উন্নতি ঘটিয়ে যাত্রীদের টিকিট বুকিং পদ্ধতি আরও সুগম করে, ঘন ঘন ওয়েবসাইট ক্র্যাশ বা বুকিং-এর ব্যর্থতার অবলুপ্তি ঘটানো।
  - যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও ভালো করতে টিকিট, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং গ্রাহক পরিষেবার জন্য ডিজিটাল ও অ্যাপ-ভিত্তিক সমাধানের বাস্তবায়ন।

- **রেলওয়ে বাজেট সাধারণ বাজেটের থেকে আলাদা করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের সবচেয়ে বড় গণপরিবহণ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত বাজেটের উপর নজর দেওয়া নিশ্চিত করবে।

  ভারতীয় রেলওয়ের পরিকাঠামো, পরিচালন এবং আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমরা রেলওয়ের জন্য একটি পৃথক বাজেট পুনঃস্থাপন করব। আমরা ৬০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পুনরায় ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মানদণ্ডও স্থাপন করব।

- **বন্দর উন্নয়ন এবং বন্দর-নেতৃত্বাধীন শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির জন্য আরও দ্রুত গতির ইঞ্জিন তৈরির জন্য বন্দরগুলিকে কাজে লাগাবে।

  আমরা অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নে বন্দর-নেতৃত্বাধীন শিল্পায়নের দৃষ্টান্তকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেব। চেষ্টা করা হবে:

  - পুরনো বন্দর পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, যেমন ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম আপগ্রেড করা এবং বন্দরে ব্যবসা করার সুবিধা উন্নত করতে পারমিট জি প্রসেস ডিজিটালাইজ করা।
  - আরও উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (সিইজেডএস) খুঁজে বার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো যেমন মালবাহী করিডোর, লজিস্টিক পার্ক এবং মাল্টিমডাল পরিবহনের সমাধানগুলি নিশ্চিত করা, যাতে মূল গভীর-জল বন্দরগুলির চারপাশে সমৃদ্ধ শিল্প ক্লাস্টার স্থাপন করা যায়।
  - ভালো রাস্তা এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বন্দর এবং মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সংযোগের উন্নতিকরণ।

- **ভারতের জাতীয় পাওয়ার গ্রিড শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস পদ্ধতিগতভাবে দেশের পাওয়ার গ্রিডকে শক্তিশালী করবে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহে স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়।

  ভারতের পাওয়ার গ্রিডে উল্লেখযোগ্য বার্ষিক প্রসার লক্ষ্য করে, বিশেষ করে দেশের গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে, আরও স্থিতিশীল গ্রিড ব্যবস্থার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যার উপর নজর দেওয়া হবে:

  - বিশেষ করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো সাবেকি উৎসের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এলাকাগুলিতে সরবরাহের ঘাটতি মোকাবিলা করা।
  - ট্রান্সমিশন এবং বণ্টন সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি গ্রহণকে ত্বরান্বিত করে ট্রান্সমিশন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ।
  - তাপ প্রবাহ এবং/অথবা ঝড়ের মতো অন্যান্য দুর্যোগের পরিস্থিতিতে পাওয়ার গ্রিডকে আরও শক্তিশালী করতে রিয়েল-টাইম মনিটরিং সিস্টেমকে একীভূত করা এবং গ্রিড অটোমেশন বাড়ানো।
  - বর্তমান সংরক্ষণ এবং বিতরণী পরিকাঠামো বৃদ্ধি করে পাওয়ার গ্রিডে আরও সবুজ হাইড্রোজেন একীভূত করা।

জাতীয় সুরক্ষায়, আমরাই করব জয়

মূল লক্ষ্য

- ভারতের জাতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে শক্তিশালী করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: মুখে বড় বড় কথা সত্ত্বেও, আদতে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সুরক্ষা প্রদান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে

- ৪০ জন বীর শহিদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া দুর্ভাগ্যজনক পুলওয়ামা হামলার প্রায় ৬ বছর পরও, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সত্য গোপন করে যাচ্ছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা স্বেচ্ছাচারী বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির ফলে বাংলার অনেক নিরীহ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে; বাংলার মানুষ সুরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে বিএসএফের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন।
- গালওয়ানে ২০২০ সালের চিনা অনুপ্রবেশের ঘটনার মাধ্যমে গত কয়েক দশকে ভারত ও চিনের মধ্যে প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখেছি আমরা। যার ফলে ২০ জন নিহত হয়েছিলেন। ভারতের পদক্ষেপগুলি সীমান্তে লাগাতার চিনা পরিকাঠামো নির্মাণ রুখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।
- বিজেপির সমস্ত হুঁশিয়ারির প্রতি উদাসীন, চিন ডোকলামে তার সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা এবং উত্তর-পূর্বে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সংযোগস্থলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে।
- ২১ দফা উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনা সত্ত্বেও, চিনা সেনাবাহিনী পূর্ব লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ডের ১,০০০ বর্গকিলোমিটার দখল করে নিয়েছে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীর আদর্শ উপেক্ষা করেছে এবং আরএসএস, বিভিন্ন সংগঠন এবং বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৪০টি সৈনিক স্কুল চুক্তি প্রদান করে, তাদের বন্ধুদের পকেট ভর্তি করেছে এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের দিশাহীন অগ্নিপথ প্রকল্প ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে এবং অগণিত যুবকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: সকলের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা

বাংলার জন্য

- **বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিএসএফের এক্তিয়ার কমিয়ে ১৫ কিলোমিটার করা হবে।** বাংলার মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  আমরা ১৯৬৮ সালের বিএসএফ আইন যথাযথভাবে সংশোধন করব। যাতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসিয়াল এক্তিয়ার বর্তমান ৫০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে, বাংলার সীমান্তে পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসারে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

- **সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য উন্নয়ন করা হবে।** আমরা রাস্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বসবাসকারী জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নতিতে আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করব।

ভারতের জন্য

- **ভারতের জাতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে শক্তিশালী করা হবে**। ভারতের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে কাজ করা হবে।

  শান্তিকালীন সময়ে নিরীহ নাগরিকদের বিরুদ্ধে শক্তির অপব্যবহারের অভিযোগগুলি দ্রুত তদন্ত করার জন্য আমরা একটি স্বাধীন তদারকি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিএসএফ আইন সংশোধন করব।

- **অগ্নিপথ প্রকল্প**। আমরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যগত নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করবে।

নাম্বারি
তাওয়া

স্বাবলম্বী নারী, জয়জয়কার তাঁরই

মূল লক্ষ্য

- যুগান্তকারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প আরও শক্তিশালী করা হবে। সারা ভারত জুড়ে সাধারণ মহিলাদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা (বার্ষিক ১২,০০০ টাকা) এবং তপশিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য মাসিক ১,২০০ টাকা (বার্ষিক ১৪,৪০০ টাকা)।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: কেন্দ্রের নজরদারিতে, মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি জ্বলজ্যান্ত দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে

- বিজেপি নেতারা, বাংলায় প্রতিটি রাজনৈতিক সফরের সময়, দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্রমাগত **কটূক্তি, অপমান এবং বিদ্রুপ করেছেন**।
- তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীরা দিল্লিতে তাঁদের বিক্ষোভের সময় দিল্লি পুলিশের হাতে **নৃশংস আচরণের** সম্মুখীন হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আটকে রাখা বাংলার ন্যায্য পাওনার দাবি জানিয়েছিলেন।
- বিজেপির শাসনকালে, ২০১৪ সাল থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৩১% বেড়েছে।
- বারবার, দেশের মানুষের বিবেক **যন্ত্রণাদায়ক ধর্ষণের** ঘটনার মাধ্যমে আহত হয়েছে, যেমন দেখা গেছে **কাঠুয়া,** উন্নাও এবং হাথরাসে — নাবালিকা থেকে প্রাপ্তবয়স্কা, দলিত বা উচ্চবর্ণ, বিজেপির ভারতে কোনও মহিলাই নিরাপদ নয়।
- ভারতবর্ষ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০২৩-এর হিসেবে **১৪৬টি দেশের মধ্যে ১২৭ স্থানে** রয়েছে, যা প্রমাণ করে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত সরকারের আমলে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কতটা নিচে অবস্থান করছি
- সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের জন্য **মহিলা কুস্তিগীরদের আর্তনাদ** উপেক্ষা করে, তাঁদের অসম্মানজনকভাবে গ্রেপ্তার করে এবং মিডিয়াতে তাঁদের অপমান করে, যেভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দেশের গর্ব, আমাদের মহিলা কুস্তিগীরদের অপমান করেছে, তা ভারতের মহিলারা কখনই ক্ষমা করবেন না।
- নির্ভয়া **কাণ্ডে তহবিলের ৩০%** অব্যবহৃত রয়ে গেছে— এটা থেকেই মহিলাদের নিরাপত্তা এবং দুর্দশার প্রতি বিজেপির উদাসীনতা স্পষ্ট হয়।
- মণিপুরে বিদ্বেষপূর্ণ জনতার দ্বারা নগ্ন হয়ে দু'জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলার হাঁটার ভয়ঙ্কর দৃশ্য- আমাদের লজ্জা, দেশের লজ্জা।
- কুখ্যাত "বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলা" আমাদের স্তম্ভিত করেছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়নে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য পরম্পরা রয়েছে

- **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটির** বেশি মহিলার জীবনের মানোন্নয়ন এবং তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো **কলকাতাকে পরপর তিনবার ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর** হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- ২০২৪-২৫ সালে বাংলার রাজ্য উন্নয়ন বাজেটের (এসডিবি) বিশাল **৪৪%** অংশ মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং পুরুষ-নারীর সমমর্যাদার স্বার্থে বরাদ্দ করা হয়েছে।
- জয় বাংলা পেনশন প্রকল্পের অধীনে, আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং নিরাপত্তা

প্রদানের মাধ্যমে **১১.৬৫ লক্ষ মহিলা বার্ধক্য ভাতা পেয়েছেন, ২০ লক্ষ মহিলা বিধবা ভাতা থেকে উপকৃত হয়েছেন**।

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে **দেশের শীর্ষে বাংলা**, যেখানে ১১ লক্ষেরও বেশি **স্বনির্ভর গোষ্ঠী সফলভাবে ঋণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে**, ইতিমধ্যেই বিশাল অংকের **৯০,০০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক** ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এবং লোকসভায় মহিলা সাংসদদের এক-তৃতীয়াংশ **প্রতিনিধিত্ব নিয়ে, বাংলা মহিলাদের রাজনীতির আঙিনায়** নিয়ে আসার গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।
- ত্রিস্তরীয় **পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য** সংরক্ষণ ৫০% বাড়ানো হয়েছে; নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ২০০৮ সালে ২১,৩৫১ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৩০,৪৫৮ হয়েছে।
- **মহিলাদের সুরক্ষাকে সামনে রেখে**, তাঁদের অধিকার এবং নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করে রাজ্যে ৪৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: প্রতিটি ভারতীয় মহিলার নিরাপত্তা, আর্থিক স্বাধীনতা এবং মর্যাদা বজায় রাখা

বাংলার জন্য

- **যুগান্তকারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প আরও শক্তিশালী করা হবে**। বাংলার নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  এই প্রকল্পের অধীনে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের আর্থিক সহায়তা বেড়ে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) এবং তপশিলি জাতি/উপজাতির মহিলাদের ক্ষেত্রে বেড়ে প্রতি মাসে ১,২০০ টাকা (১৪,৪০০ টাকা বার্ষিক) করা হয়েছে। এই সুবিধা ২.১ কোটি উপভোক্তাকে সরাসরি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে করা হবে।

- **রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হবে**। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার ঐতিহাসিক পরম্পরাকে বৈধ রূপ দেওয়া হবে।

  আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং অতীতের মতো আমাদের রাজ্যের সমস্ত স্তরের রাজনীতিতে, মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাব।

- **রাজ্যের আঞ্চলিক পুলিশ বাহিনীতে আরও নারী নিয়োগ করা হবে**। মহিলাদের চাকরির সুযোগ দিতে এবং তাঁদের নিরাপত্তা উন্নত করতে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ বাহিনীকে নতুন সাজে সাজাবে।

  আগামী ১২ মাসের মধ্যে আমরা নিশ্চিত করব যে, এই মুহূর্তে বাংলায় পুলিশ শূন্যপদগুলির অন্তত ৩৩% প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশ অফিসারদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

মহিলা থানার মোট সংখ্যা ৬৫-তে নিয়ে যাওয়ার জন্য, রাজ্য জুড়ে শুধুমাত্র অতিরিক্ত ১৬টি মহিলা থানা তৈরি করা হবে।

- **মহিলাদের জরুরীকালীন পরিষেবা প্রদানের জন্য সুরক্ষা অ্যাপ চালু করা হবে**। বাংলায় মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে, বর্তমানে বিদ্যমান ১০৯১ হেল্পলাইন সহ 'সুরক্ষা' অ্যাপ চালু করা হবে। জরুরী পরিস্থিতিতে এসওএস সতর্কতা বাড়াতে এবং কাছাকাছি পুলিশি টহল থেকে সহায়তা চাওয়ার জন্য এই অ্যাপটি মহিলাদের সাহায্য করবে। অ্যাপটির সুদূরপ্রসারী ব্যবহার বাড়িয়ে তুলতে আমরা সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ শিবিরও তৈরি করব।

ভারতের জন্য

- **একটি নিশ্চিত, শর্তহীন আয় প্রত্যেক মহিলাকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (সাধারণ শ্রেণি) এবং ১,২০০ টাকা (তপশিলি জাতি ও উপজাতি) প্রদান করা হবে।**

  বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমরা ভারতে সমস্ত মহিলাকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (সাধারণ শ্রেণি) এবং ১,২০০ টাকা (তপশিলি জাতি ও উপজাতি) প্রদান করব, যা বার্ষিক ক্ষেত্রে তাদের আয় যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা এবং ১৪,৪০০ টাকা করা হবে।

  প্রতিটি মহিলাকে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, এই অর্থ প্রতি মাসে সরাসরি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে প্রত্যেক মহিলার কাছে জমা করা হবে।

- **একটি শর্তসাপেক্ষ বার্ষিক অ্যাকাডেমিক বৃত্তি ১,০০০ টাকা এবং এককালীন ২৫,০০০ টাকা ১৩-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য অনুদান প্রদান নিশ্চিত করবে**। তৃণমূল কংগ্রেস সুনিশ্চিত করবে ভারতের অল্পবয়সী মেয়েরা আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে যোগ্য হয়ে ওঠে।

  বাংলার রাষ্ট্রসংঘ পুরস্কার বিজয়ী কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, যা দরিদ্র পরিবারের ৮৫ লক্ষেরও বেশি মেয়েকে দারিদ্র্য থেকে এবং অকাল বিবাহের ক্ষতি থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে এবং তাঁদের শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছে, একটি বার্ষিক শর্তসাপেক্ষ ১,০০০ টাকা প্রতি বছর ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী সমস্ত মেয়েকে প্রদান করা হয় যাতে তারা স্কুলে ভর্তি থাকে এবং অবিবাহিত থাকে।

  ১৮ বছর বয়সে, বৃত্তিমূলক বা উচ্চশিক্ষা অর্জনে সহায়তা করার জন্য তাঁদের ২৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদানও প্রদান করা হবে। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, আমরা ভারতের মেয়েদের অত্যাবশ্যক দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করব যা তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে সাহায্য করবে।

- **কাজের জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্য বা অসমতা দূর করার জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিগুলিকে পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত করবে।

  আমরা নিশ্চিত করব যে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য এবং একটি সম্মানজনক কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য পরিকল্পনামাফিক সমস্ত কাজ সাবধানতার সঙ্গে যাচাই এবং যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে। বিশেষ করে, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট (১৯৪৮), ইক্যুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট (১৯৭৬), এবং দ্য সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস অ্যাক্ট (২০১৩) বিধানগুলি মূল্যায়ন করা হবে এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সুরক্ষাগুলিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য আধুনিকীকরণ করা হবে।

- **প্রতিটি জেলায় ফাস্ট ট্র্যাক আদালত স্থাপন করা হবে**। আদর্শ ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য দ্রুত

বিচার নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

মহিলাদের বিরুদ্ধে পুরনো অপরাধগুলির মোকাবিলা করার জন্য, আমরা ভারতের প্রতিটি জেলায় একটি করে ৭৬৬টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত প্রতিষ্ঠা করব। বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যৌন হেনস্থা থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইনের আওতায় আসা অপরাধের ক্ষেত্রে, দ্রুত বিচার প্রদানের জন্য আদালতগুলোকে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

- **কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন নীতি গ্রহণ করা হবে**। শ্রমশক্তিতে মহিলাদের পুনঃপ্রবেশ সহজ করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ব্যবস্থা নেবে।

  বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের লজ্জাজনক হার বাড়িয়ে তোলার জন্য, আমরা সেই লক্ষাধিক নারীর জন্য একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করব, যারা গর্ভাবস্থা, বিবাহ বা অন্যান্য আর্থ-সামাজিক চাপের ফলে অসময়ে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

  এই নীতির মূল উপাদানগুলি হবে:

  - একটি পার্ট-টাইম কাজের নীতি সেইসব মহিলাদের জন্য, যাঁরা শিশুদের দেখাশোনার কারণে ফুল-টাইম কাজ করতে অক্ষম।
  - মহিলাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, বর্তমান দক্ষতাকে আরও সুনিপুণ করে তুলতে বিশেষ দক্ষতা সংক্রান্ত প্রোগ্রাম চালু করা।
  - নিয়োজিত এবং কর্মরত মহিলা কর্মীদের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে, বড় সংস্থাগুলির জন্য (১,০০০ জনের বেশি কর্মী) নিয়োগ সম্পর্কিত ইনসেনটিভ (ইএলআই)।

- **ভারতীয় মহিলা ব্যাংক পুনরুজ্জীবিত হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং ঋণের লভ্যতা বাড়াবে।

  আমরা আগেকার ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, যেটি ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের একটি সহযোগী সংস্থা হিসাবে, এবং প্রতিষ্ঠার সময় ১,০০০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন-সহ ২০১৭ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে একসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। মহিলা উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সাহায্য করে এবং লিঙ্গভিত্তিক ঋণের ব্যবধান পূরণে ব্যাঙ্ককে গুরুত্ব দিয়ে, ভারত জুড়ে ৮০০টি শাখা স্থাপনের মূল পরিকল্পনাটির পুনরায় বাস্তবায়ন করা হবে।

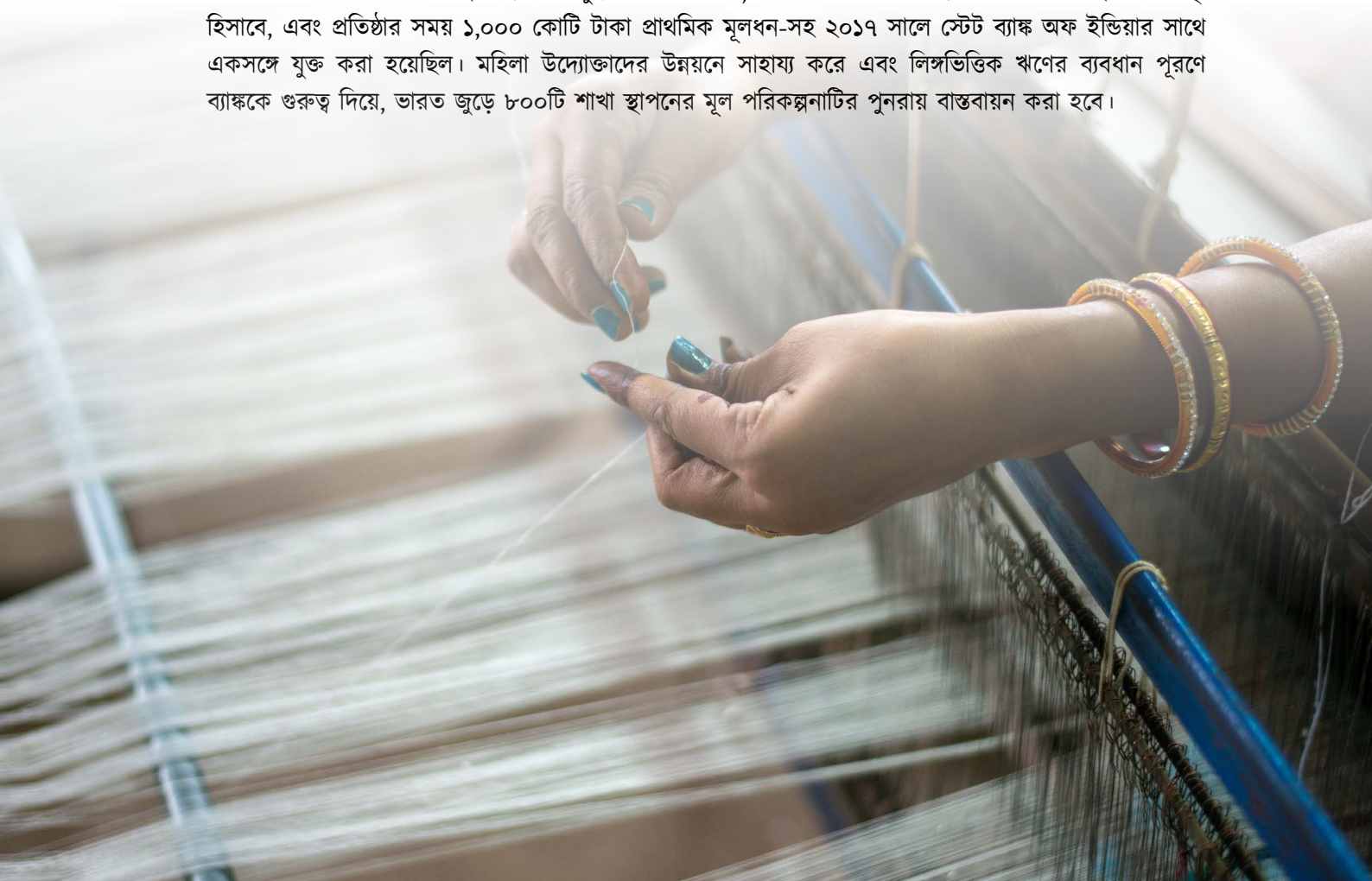

যুবশক্তির বিকাশ, আগামীর আশ্বাস

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলায় একটি বার্ষিক রাজ্যব্যাপী স্পোর্টস ট্যালেন্ট হান্ট করা হবে।
- ভারতের শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য ১ বছরের পেশাদার শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে : ভারতের প্রতিভাশালী যুবকদের অসীম সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে কেন্দ্র

- প্রতি বছর ২ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। **কিন্তু বাস্তবে ২০২২ সালে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল**। নজিরবিহীন বেকারত্বের সাক্ষী থেকেছে ভারত। দেশের ৮৩ শতাংশ যুবক-যুবতীর উপর এই ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের প্রভাব পড়েছে। যার ফলে দেশের জনগণের আশা ও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে।
- ব্যাপক বেকারত্ব সত্ত্বেও কেন্দ্রে **১০ লক্ষ সরকারি পদ খালি রয়েছে**, সেগুলি পূরণের কোনও পরিকল্পনা চোখে পড়েনি।
- ২০১৭-১৮ এবং ২০২২-২৩-য়ে, স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৯.২% থেকে বেড়ে ৩৫.৮% হয়েছে এবং স্নাতকোত্তরদের মধ্যে ২১.৩% থেকে ৩৬.২%-এ বেড়েছে, যা দেশে দক্ষতা অনুযায়ী দক্ষ চাকরির অভাবকে তুলে ধরে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বহুল চর্চিত 'স্কিল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে – প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে ১.৪ কোটি প্রশিক্ষিত যুবকের ৮০% বেকার রয়ে গিয়েছেন, যার ফলে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে : কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আমাদের যুব সম্প্রদায়ের সামনে একটা সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করেছে

- ১৩ বছরে **১১.৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলার ১.৩ কোটি মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা** করেছে।
- আইটিআইগুলির বার্ষিক **বৃদ্ধি তিনগুণ** বেড়েছে, ৮০টি আইটিআই-তে ২০১১ সালে বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬,৭১৫, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮,২০১-এ। এই বৃদ্ধি রাজ্যের ২৯৮টি আইটিআই জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
- ইউএন-ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশান সোস্যাইটি (ডব্লুএসআইএস) ২০১৯ সালে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেছিল, যা **৩৫.৪ লক্ষ যুবক-যুবতীকে** দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি সহায়তা প্রদান করেছে।
- **'যুবশ্রী' প্রকল্পের** আওতায় চাকরিপ্রার্থীদের **মাসিক ১,৫০০ টাকা (বার্ষিক ১৮,০০০ টাকা) বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে**, যার ফলে এখনও পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ যুবক-যুবতী উপকৃত হয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশের পথ সুগম করার মাধ্যমে তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা

বাংলার জন্য

- **রাজ্যজুড়ে একটি করে বার্ষিক ক্রীড়া ট্যালেন্ট হান্ট অনুষ্ঠিত হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ক্রীড়া ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা সম্ভাবনাময় তরুণ ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করতে, তাঁদের প্রতিভাকে লালন করতে এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি করতে রাজ্যব্যাপী একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
  - ৫টি স্তরের মধ্য দিয়ে এই প্রোগ্রামটি পরিচালিত হবে - গ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা, রাজ্য।
  - প্রতিযোগিতায় ৪টি খেলা থাকবে - ফুটবল, ক্রিকেট, খো-খো, কবাডি।
  - বার্ষিক ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীরা উঠে আসবেন তাঁদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যাতে তাঁরা খেলার সঙ্গে পেশাগতভাবে যুক্ত হতে পারেন এবং জাতীয় স্তরে বাংলার এবং বিশ্বস্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। পাশাপাশি তাঁদের রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরের ক্যাডারের মধ্যে একটি নিশ্চিত চাকরিও প্রদান করা হবে।

- **শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি দপ্তরে ইন্টার্নশিপের সুযোগ তৈরি করা হবে।**
  আমরা 'যুবশক্তি' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করব, যার মধ্যে এক বছরের দীর্ঘ সময় সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং বাংলায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করার সুযোগ দেওয়া হবে। সরকারি দপ্তরগুলিতে মোট ১০ হাজার ইন্টার্নশিপ তৈরি করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দেওয়া হবে। ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের মেধার শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

- **রাজ্যে প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।** ক্রীড়া উন্নয়ন ও পারফর্মেন্সে অগ্রণী রাজ্য হিসাবে বাংলার অবস্থানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  বাংলা তথা ভারতে ক্রীড়া প্রতিভা গড়ে তোলার জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হুগলির চুঁচুড়ায় নেতাজি সুভাষ ক্রীড়া ও উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- **লা লিগা, স্পেনের সঙ্গে অংশীদারিত্বে গড়ে উঠবে বিশ্বমানের ফুটবল প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি।** তৃণমূল কংগ্রেস ফুটবল প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে মাধ্যমের বাংলার ফুটবলের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

  বাংলার ফুটবল প্রতিভাকে লালন করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করতে আমরা স্পেনের প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ, লা লিগার অংশীদারিত্বে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি অত্যাধুনিক ফুটবল অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করব।

- **শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।** উত্তরবঙ্গে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলার ক্রীড়া প্রতিভাকে লালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  আমরা খেলার মাঠগুলিকে আরও উন্নত করব এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে এবং স্টেডিয়ামে বিদ্যমান

  হোস্টেল অবকাঠামোকে যুক্ত করার মাধ্যমে এগুলিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করব। এই উন্নয়নগুলি শুধুমাত্র ক্রীড়াবিদ এবং দর্শকদের জন্য বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে তাই নয়, বরং সমগ্র উত্তরবঙ্গে খেলাধুলার প্রচারের জন্যও কাজ করবে।

ভারতের জন্য

- **ভারতের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ১ বছরের পেশাদারি শিক্ষানবিশের সুযোগ প্রদান করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের যুবকদের চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে।

  ভারতের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে পেশাদারিত্বের জন্য এবং তাঁরা যাতে এমন দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয় যা তাঁদের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত করতে এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম করবে, তার জন্য, আমরা ২৫ বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত ডিপ্লোমাহোল্ডার বা স্নাতকদের গ্যারান্টি-সহ ১-বছরের শিক্ষানবিশের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী একটি নতুন প্রোগ্রাম শুরু করব। সফল শিক্ষানবিশদের জন্য নিশ্চিত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে পূর্ণ-সময়ের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও নিশ্চিত করব।

  তরুণ-তরুণীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এবং একবার তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে দক্ষতা অর্জন কোর্সগুলিতে ধরে রাখতে আরও দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করার জন্য, তাঁদের একটি উপযুক্ত মাসিক স্টাইপেন্ড সরবরাহ করা হবে। যাতে তারা 'আর্ন-অ্যাজ-দে-লার্ন' স্টাইলে রোজগার করতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

- **উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষাকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে।

  ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা (স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর) স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৪% ভর্তুকিযুক্ত সুদের হারে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য হবে।

  এর মাধ্যমে আমরা কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে সহায়তা করব, বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের উচ্চশিক্ষায় কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হবে।

- **সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১০ লাখ শূন্যপদ পূরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে**। সরকার গঠনের পরে, আমরা সারা দেশের শূন্যপদগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলিতে একটি বিস্তৃত শূন্যপদ নিরীক্ষা করব, যাতে দ্রুত প্রক্রিয়া স্থাপনের জন্য নিয়োগ পদ্ধতিকে আরও সুবিন্যস্ত ও মানসম্মত করা যায়।

  এই পদক্ষেপগুলির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি সরকারি বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার শূন্যপদ পূরণের স্পষ্ট সময়সূচি-সহ একটি জব ক্যালেন্ডার তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়াটিকে বার্ষিক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব।

- **ভারতে হাতে কলমে শিক্ষার পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা হবে**। স্কিল ইন্ডিয়া প্রকল্পের খামতিগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য আরও বেশি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক, শিল্প-সম্মত এবং ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত ভোকেশনাল শিক্ষার কাঠামো তৈরি করবে।

  এই পরিকাঠামোর আওতায় থাকবে -

  - দক্ষতা বিকাশের একটি '৬০:৪০' মডেল তৈরির প্রচেষ্টা করা হবে - শ্রেণিকক্ষে ৬০% পাঠ্যক্রমিক শিক্ষা, কারখানায় ৪০% কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দ্বারা পরিপূরক হবে।
  - প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও শিল্প বিশেষজ্ঞের ক্রস লার্নিংয়ের সুযোগ প্রদান করা হবে।
  - বিশ্বব্যাপী শিল্প জায়ান্টদের সহযোগিতায় ডিজাইন করা (এবং ক্রমাগত আপডেট করা) বিভিন্ন শিল্পের জন্য দক্ষতা স্কিল সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা।
  - উদীয়মান শিল্প যেমন এআই / এমএল, এবং সেমিকন্ডাক্টর উপাদান ফ্যাব্রিকেশন ইত্যাদির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক দক্ষতায় যুব সমাজকে (পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়) প্রশিক্ষিত করার প্রোগ্রাম চালু করা হবে।

- **সারা ভারত জুড়ে তৈরি হবে অত্যাধুনিক স্টেট অফ দ্য আর্ট স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি।** তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের ক্রীড়া প্রতিভাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করবে।

  আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর যে স্তরের ক্রীড়া প্রতিভা পাওয়া উচিত, তা আবিষ্কার, লালন এবং সম্পূর্ণরূপে বিকাশের জন্য, আমরা নিশ্চিত করব যে বিশ্বমানের ক্রীড়া "সেন্টারস অফ এক্সিলেন্স" সারা দেশে গড়ে তোলা হবে, যা প্রতিটি অঞ্চলের ক্রীড়া ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিভা সনাক্তকরণ এবং লালন-পালনের দিকে মনোনিবেশ করবে।

  এগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামোর (খেলার মাঠ, ইনডোর/ আউটডোর অনুশীলন সুবিধা, আবাসিক সুবিধা) পাশাপাশি ক্রীড়া বিজ্ঞান, পুষ্টি কেন্দ্র ইত্যাদির মতো আধুনিক পরিষেবায় সজ্জিত করা হবে।

সংখ্যালঘু ও তপশিলি, সকলে মিলে এগিয়ে চলি

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ বজায় রাখবে।
- ধোঁয়াশাযুক্ত সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) বিলুপ্ত করা হবে, এবং ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন (এনআরসি) বন্ধ করা হবে।
- ভারতজুড়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বাস্তবে পরিণত হতে দেওয়া হবে না।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: আমাদের মহান দেশকে সংখ্যালঘুদেরদের জন্য ভয় ও হতাশার অতল গহ্বরে পরিণত করার প্রচেষ্টা

- **বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পণ্য হিসেবে দেখে**— রাজবংশীদের দীর্ঘদিনের একটি সিএপিএফ নারায়ণী সেনা ব্যাটেলিয়নের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে, ১১টি গোর্খা উপ-উপজাতি এক দশক ধরে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।
- **বিজেপি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড হিসেবে ধরে নিয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কাজ করার দাবি জানানো সত্ত্বেও, রাম মন্দিরের ভূমি পুজোর জন্য তাঁদের পাঠানো মাটি প্রত্যাখ্যান করে বিজেপির তাদের অন্তর্নিহিত বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব উন্মোচিত করেছে।**
- 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' থেকে বহু দূরে, বিজেপি সরকার ২০২৩-২৪ সালে সংখ্যালঘু **বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ বাজেট ৩৮% কমিয়েছে।**
- বিজেপি সরকারের অধীনে, প্রান্তিক মানুষদের জীবন পুরোপুরি সন্ত্রাসের সামনে চলে এসেছে। ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত, **তপশিলিদের বিরুদ্ধে অত্যাচার বেড়েছে ৪২.৫%, এবং তপশিলি উপজাতিদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ৪৭% বেড়েছে।**
- মধ্যপ্রদেশে একজন **উপজাতীয় যুবককে** বিজেপি কর্মীদের হেনস্থা করার মতো জঘন্য কাজ, হাথরাসে একজন **দলিত মহিলাকে গণধর্ষণ,** এবং মণিপুরের উপজাতীয় মহিলাদের নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানোর ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই সম্প্রদায়গুলির প্রতি অবমাননাকে স্পষ্ট করে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অসাংবিধানিক সিএএ চালু করে সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।
- বিজেপি সরকার **'রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়' ভীতিপ্রদর্শন, হুমকি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটি পরিবেশ তৈরি করেছে,** যার ফলে বাড়িঘর ও ধর্মীয় স্থান বুলডোজ করা হয়েছে এবং সহিংসতা, ঘৃণ্য বক্তব্য এবং বিনা কারণে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ পেয়েছে।
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **তপশিলি জাতি/উপজাতির ভর্তি হওয়ার অনুপাত, সামগ্রিক জাতীয় গড় থেকে নিচে নেমে গেছে,** যা ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈষম্য প্রদর্শন করে। গত ৫ বছরে, ১৩,৬২৬ জন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি এবং আইআইএম ত্যাগ করেছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: বাংলায় প্রান্তিক মানুষ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও উত্থান হয়েছে

- বাংলার তপশিলি জাতি/উপজাতির মহিলাদের হাত শক্তিশালী করার জন্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অধীনে মাসিক আর্থিক সহায়তা মাসিক **১,০০০ টাকা (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) থেকে মাসিক ১,২০০ টাকা (১৪,৪০০ টাকা বার্ষিক) করা হয়েছে।**
- কোচবিহারে তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, নেতা এবং সংস্কারকদের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে **ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।**

- **কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী এবং সাঁওতালি ভাষার সরকারী স্বীকৃতি, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সমন্বয়ের প্রতি বাংলার নিষ্ঠার প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।**
- বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্মান ও অনুমোদনের জন্য আমাদের রাজ্যের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করে, বাংলার রাজ্য পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে **সারি এবং সারনা ধর্মের সরকারী স্বীকৃতির জন্য একটি প্রস্তাব পাস করেছে।**
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকার সংরক্ষণের জন্য **বন অধিকার আইন, ২০০৬-এর অধীনে ৪৮,৯৫৩টি ব্যক্তিগত পাট্টা এবং ৮৫১টি সম্প্রদায়-ভিত্তিক পাট্টা জারি করা হয়েছে।**
- পার্বত্য উপজাতি এবং অন্যান্য তপশিলি উপজাতিদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য বাংলায় **৭টি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।**
- শুরু থেকেই শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণির ১.১৫ কোটি তপশিলি জাতি/উপজাতির ছাত্রদের প্রতি বছর ৮০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলার মতো **সংখ্যালঘু বৃত্তি আর কোনও রাজ্যই দেয় না — ৩.৪ কোটিরও বেশি সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীকে আমাদের সরকার ঐক্যশ্রী এবং অন্যান্য বৃত্তির অধীনে সহায়তা করছে,** যা সারা দেশে সর্বোচ্চ।
- **তপশিলি বন্ধু প্রকল্পের অধীনে,** প্রায় ১১ লক্ষ তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হয়।
- **জয় জোহার প্রকল্পের অধীনে,** ৩ লক্ষেরও বেশি তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: ভারতের প্রান্তিক মানুষের আকাঙ্খা এবং দাবিদাওয়াগুলিকে আবারও শাসনকার্যের মূল কেন্দ্রে রাখার নিশ্চিতকরণ

বাংলার জন্য

- **সিএপিএফ-এর অধীনে একটি নারায়ণী সেনার ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাবে।

  ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং কোচবিহারের নারায়ণী সেনার যোদ্ধা এবং রাজবংশীদের বীরত্বকে স্মরণ করে, আমরা একটি নতুন সিএপিএফ নারায়ণী সেনা ব্যাটেলিয়ন গঠনের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পেশ করব।

- **অস্বীকৃত সম্প্রদায়কে, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিতে উন্নীত ও উত্থাপিত করার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস ওবিসি তালিকা থেকে বাদ পড়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করবে।

  মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা থেকে বাদ পড়া সম্প্রদায়গুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে তৃণমূল কংগ্রেস টাস্ক ফোর্স গঠন করবে।

  এর প্রাথমিক মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পরে, আমরা অবিলম্বে এই সম্প্রদায়গুলিকে রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করব। তারপরে আমরা কেন্দ্রীয় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় এই সম্প্রদায়গুলির অবিলম্বে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে, অনগ্রসর শ্রেণির জাতীয় কমিশন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সাথে কথা বলব।

- **১১টি গোর্খা উপ-সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হবে**। স্বীকৃতি ও উন্নতির জন্য গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়া নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  এসটি তালিকায় ভুজেল, গুরুং, মাঙ্গার, নেওয়ার, যোগী, খাস, রাই, সুনুয়ার, থামি, ইয়াক্কা (দেওয়ান), এবং ধীমাল সম্প্রদায়-সহ গোর্খাদের ১১টি উপ-গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লোকসভায় একটি বিল পাস করা নিশ্চিত করতে, আমরা তপশিলি উপজাতির জন্য জাতীয় কমিশন এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের সাথে দৃঢ়ভাবে জড়িত থাকব।

- **সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সক্রিয় পদক্ষেপ**। মাহাতো সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমাদের সুপারিশের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস ভারত সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ করবে।

ভারতের জন্য

- **ধোঁয়াশাযুক্ত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন** (সিএএ) **বাতিল করা হবে, এবং ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন (এনআরসি) বন্ধ করা হবে**। বিজেপির বিভাজন ও শাসন নীতি থেকে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে রক্ষা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস শক্ত হাতে লড়াই করবে।

  সিএএ বাতিল করতে আমরা লোকসভায় একটি বিল পেশ করব।

- **ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে বাস্তবায়িত করা হবে না।** তৃণমূল কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে সংবিধান অনুযায়ী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

- **সাচার কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে**। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

- **সারি এবং সারনা উপজাতি ধর্মের জন্য ধর্মীয় কোড স্থাপন করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে যে, এই প্রাচীন বিশ্বাসগুলিকেও, স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

  এই আদিবাসী ধর্মের অনুগামীদের যে তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয় অনুশীলন করার মৌলিক অধিকার আছে, তা নিশ্চিত করার জন্য, আমরা সারি এবং সারনার জন্য পৃথক ধর্মীয় কোডগুলি সুরক্ষিত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সাথে কথা বলব।

- **তৃণমূল কংগ্রেস ভারতে ক্যুয়ের এবং রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে তাঁদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির বাস্তব সমাধান খুঁজে বের করা যায়।**

বাংলাই গড়েছে আজ, সুরক্ষিত নতুন সমাজ

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলাজুড়ে সাফল্যমণ্ডিত মা ক্যান্টিন সম্প্রসারিত করা হবে।
- মিড-ডে-মিল কর্মীদের বেতন বাড়ানো হবে।
- ভারতের ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (বার্ষিক ১২,০০০ টাকা) করা হবে।
- বিনামূল্যে রেশন ভারতজুড়ে প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরিদ্র এবং দুর্বলদের পরিত্যক্ত করে রেখেছে

- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার **বাংলার কাছে বকেয়া খাদ্য ভর্তুকির জন্য ৮,৩০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে**। তারা জোর দিয়েছিল যে বাংলায় তহবিল প্রকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রেশনের দোকানে থাকতে হবে।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এনএসএপি এবং প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনার জন্য ৩৫৮ কোটি টাকার বকেয়া আটকে রেখেছে, যা বাংলার নারী ও বয়স্কদের তাঁদের ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে।
- এনএসএপি-র জন্য বাজেট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ সালে ০.৫% থেকে ২০২৪-২৫ সালে একটি আশঙ্কাজনক ০.২%-এ নেমে এসেছে, আত্মপ্রচারের জন্য বিজেপি সরকারের এনএসএপি তহবিলের অপব্যবহার প্রকাশ্যে এনেছে সিএজি (ক্যাগ)।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মিড ডে মিলের কর্মীদের অবহেলা করেছে— **৩.৮ লক্ষ সহকারী কর্মীদের ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে মজুরি দেওয়া হয়নি**।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২৩-এ ভারতের স্থান **১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১তম স্থানে রয়েছে**।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার দুর্বলদের সুরক্ষা, সমর্থন এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে

- খাদ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে, 'দুয়ারে রেশন' উদ্যোগের মাধ্যমে **৯ কোটি উপভোক্তাদের** তাঁদের দোরগোড়ায় খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
- বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অধীনে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে **১.৫ কোটি শ্রমিক** সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা পেয়েছেন।
- বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে প্রবীণ নাগরিকদের ১,০০০ টাকার (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা **১৯ লক্ষেরও বেশি প্রবীণদের** উপকৃত করেছে।
- 'মানবিক' ভাতা প্রকল্প, ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ৭ লক্ষেরও বেশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে উপকৃত করেছে।
- ২০১১ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সফলভাবে বাংলার প্রায় ২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে এনেছে।
- রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার **পুরোহিত, ইমাম এবং মুয়াজ্জিনকে মাসিক আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: ভারতের দরিদ্র এবং দুর্বলদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতকরণ

বাংলার জন্য

- **মিড-ডে মিল রাঁধুনি, তথা সহায়তাকারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে।** রাজ্যজুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহে নিয়োজিত ২.৩ লক্ষ রাঁধুনি, তথা সহায়তাকারীদের কল্যাণ নিঃস্বার্থভাবে নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

আমরা মিড-ডে মিল রাঁধুনি তথা সহায়কদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা দিয়ে, ১,০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা (অতিরিক্ত বার্ষিক ৬,০০০ টাকা) করব।

- **ভীষণভাবে সফল মা ক্যান্টিন প্রোগ্রামকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে আরও মা ক্যান্টিন স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাবে, যাতে প্রয়োজনে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে পারে, যাতে কেউ ক্ষুধার্ত না থাকে এবং সবার জন্য ভাল মানের খাবারের যোগান নিশ্চিত হয়।

ভারতের জন্য

- **প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারদের দোরগোড়ায় বিনামূল্যে রেশন পৌঁছে দেওয়া হবে।** যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল তাঁদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস খাদ্য নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করবে।

  আমরা নিশ্চিত করব যে, সমস্ত যোগ্য রেশন কার্ড হোল্ডাররা তাঁদের ঘরে ঘরে মাসিক ৫ কেজি শস্য পেতে পারেন। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন সংশোধন করে, আমরা লক্ষ্যভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সংস্কার করব এবং এই অনুশীলনটি চালু করার জন্য সারা দেশে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিত করব।

  যাদের ডেলিভারির গাড়ি নেই, সেসব রেশন ডিলারদের একটি গাড়ি কেনার জন্য ১ লাখ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। চুরি বন্ধ করতে এবং ডেলিভারিতে লিকেজ প্রতিরোধ করার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থাও তৈরি করা হবে।

- **৬০ বছরের বেশি বয়সী সকল ভারতীয়দের জন্য প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা** (১২,০০০ টাকা বার্ষিক) বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের দেশের প্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

  আমরা ন্যায়সঙ্গত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম (আইজিএনওএপিএস)-এর অধীনে প্রদত্ত বর্তমান যোগ্যতার মানদণ্ড এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ পরিবর্তন করব।

  সমস্ত বয়স্ক নাগরিকদের, আগেকার প্রতি মাসে ২০০ টাকা (৬০-৭৯ বছর) এবং ৫০০ টাকা (৮০ বছরের ঊর্ধ্বে)-র পরিবর্তে ১,০০০ টাকার বর্ধিত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

- **গিগ কর্মীদের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হবে।** ভারতের দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গিগ অর্থনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করবে।

  সামাজিক নিরাপত্তা, ক্রেডিট অ্যাক্সেস এবং ভারতের গিগ বাহিনীতে কর্মীদের অধিকার রক্ষা করতে, স্থায়ী ব্যবস্থা প্রদানের জন্য আমরা একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করব।

  এই নীতির মূল উপাদানগুলি হবে:

  - কর্মীদের নথিভুক্ত করতে, তাঁদের সুবিধার সুযোগ সহজতর করতে এবং কর্মী-প্ল্যাটফর্মের মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতা করতে একটি গিগ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড স্থাপন।
  - স্বাস্থ্য বীমা এবং দুর্ঘটনাজনিত কভার-সহ একটি স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ।
  - জরুরি পরিস্থিতিতে, বা অস্থায়ী/অনিয়মিত কাজের সময় গিগ কর্মীদের সহায়তা করার জন্য একটি রেজিলিয়েন্সি করপাস।

সংস্কৃতির প্রতিপালন, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

মূল লক্ষ্যসমূহ

- বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসব ও কার্যক্রমকে অধিকতর স্বীকৃতি প্রদান করা হবে, নিয়মিত আয়োজন করা হবে এবং আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকে বারবার কলঙ্কিত করেছে

- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পাঠ্যপুস্তক থেকে **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বাদ দিয়ে এবং বিশ্বভারতীর ফলক থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করেছে**।
- **পৌষ মেলা** শান্তিনিকেতনের একটি শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য, শত শত কারিগর এই মেলার সঙ্গে যুক্ত থাকে। **২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা হঠাৎই বন্ধ করে দেওয়া হয় এই মেলা**, যা এলাকার মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল।
- ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রজাতন্ত্র দিবসে **বাংলার ট্যাবলোগুলিকে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে,** যা রাজ্য এবং তার সম্মানিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট রাজনৈতিক পক্ষপাত প্রদর্শন করেছে।
- স্বামী বিবেকানন্দকে **'অজ্ঞ বামপন্থী' তকমা দেওয়া থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভাঙচুর** এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা, বাংলা-বিরোধী বিজেপি বারবার বাংলার ঐতিহ্যকে অপমান করেছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা, মেঘালয় এবং অন্যান্য রাজ্যের ভাষাগত দাবিদাওয়ার প্রতি উদাসীন –
- একাধিকবার দাবি করা সত্ত্বেও, **৩৮টি ভাষা এখনও অষ্টম তপশিল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।**

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে : বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের রক্ষক হিসাবে সদা ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

- **৭২,০০০ কোটি টাকা** রাজস্ব আয় এবং **৩ লক্ষ মানুষের** কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে ইউনেস্কো দ্বারা **'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'**-এর স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো।
- **দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলির জন্য** ৭০,০০০ টাকা সহায়তা, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়, বিজ্ঞাপনের উপর কর ছাড় এবং দমকল বাহিনীর চার্জ মকুবের মতো সুবিধাগুলি সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপনকে সমর্থন করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নও করেছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **শান্তিনিকেতন ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'** হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- সাঁওতালি অ্যাকাডেমি স্থাপন এবং একই সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার প্রচারের জন্য বাংলা, ইংরেজি ও সাঁওতালি ভাষা নিয়ে একটি ত্রিভাষিক অভিধান প্রকাশ করা হয়েছে।
- সম্প্রতি কলকাতা ও দিঘায় বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, সেই সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশ্বমানের প্রদর্শনী মাঠ, মেলা প্রাঙ্গন। এগুলি প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ব্যবসা, বাণিজ্য, পর্যটন এবং MICE (মিটিং, ইনসেনটিভ, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী)-এর জন্য।
- আমাদের রাজ্যের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশে হিন্দি, নেপালি, উর্দু, ওড়িয়া, সাঁওতালি, রাজবংশী প্রভৃতি ভাষাকে **দ্বিতীয় সরকারি ভাষা** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তোলা এবং প্রচার করা

বাংলার জন্য

- **বাংলার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে এমন স্থানগুলির জন্য ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর স্বীকৃতি চাওয়া হবে।** আমরা বিষ্ণুপুরের মন্দির, কালিম্পংয়ের নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এবং আরও অনেক জায়গা যাতে ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর মর্যাদা পায়, তার জন্য আমরা কাজ করব। ন্যাশনাল ইনভেন্টরিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্যও আবেদন করব এবং প্রাসঙ্গিক ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে ইউনেস্কোর অনুসরণ করব।

- **দুর্গাপুজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে।** বাংলার সাংস্কৃতিক উৎসব দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে সাহায্য করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  আমরা রাজ্য জুড়ে দুর্গাপুজোর জন্য ক্লাবগুলিকে ৭০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়, বিজ্ঞাপন করের ছাড় এবং দমকল পরিষেবার জন্য চার্জ মুকুব-সহ একটি বিস্তৃত সহায়তা প্যাকেজ সরবরাহ অব্যাহত রাখব।

- **প্রতি বছর বাংলার সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মান ও উদযাপন চালিয়ে যাবে।

  পৌষ মেলা, বাংলা সঙ্গীত মেলা, সাহিত্য উৎসব ইত্যাদি-সহ উৎসবের বার্ষিক আয়োজনকে আমরা সহজতর করব। এছাড়াও, আমরা বার্ষিক 'বিশ্ব বাংলা লোক সংস্কৃতি উৎসব' এবং 'বাংলার আদিবাসী হস্তশিল্প প্রদর্শনী' আয়োজন করে স্থানীয় কারিগরদের সমর্থন এবং লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ অব্যাহত রাখব।

  পাশাপাশি, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি এবং মানভূম কালচারাল অ্যাকাডেমির মতো সংগঠনগুলিকে সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

- **গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়া হবে।** আমরা ভারতের বৃহত্তম বার্ষিক তীর্থযাত্রা গঙ্গাসাগর মেলাকে "জাতীয় মেলায়" উন্নীত করার জন্য আবেদন করব, যাতে আরও বেশি তহবিলের মাধ্যমে এই মহান ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং গুণমান নিশ্চিত করা যায়।

- **বাংলা ভাষা গবেষণা এবং উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে:** তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ঐতিহ্যকে সম্মান, সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে।

  সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পকলা বিষয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণ, বাংলা ভাষার বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং কমিউনিটি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ অ্যান্ড প্রমোশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করব।

ভারতের জন্য

- **নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হবে।** পূজনীয় বাঙালি ও জাতীয় আইকনের প্রশাসনিক সম্মান নিশ্চিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

  নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে ভারতের সরকারি গেজেটে যুক্ত করে ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য আমরা কর্মী, জন অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করব।

- **একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হবে**। স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া ও উদ্দীপিত করার জন্য, একটি বিশেষ কাউন্সিল গঠন করা হবে, যা সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

  কাউন্সিল এই পেশায় নিয়োজিত মানুষদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। বাংলার মতো গ্রামীণ শিল্পী, লোকশিল্পী ইত্যাদিদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হবে। আঞ্চলিক থিয়েটার, সংগীত এবং আচারগুলি পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

- **খাসি ও গারো ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান**। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস ভাষা সংরক্ষণ করবে। সংবিধানের অষ্টম তপশিল তালিকায় ভাষাগুলির অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি বিল পেশ করে আমরা নিশ্চিত করব যে মেঘালয় রাজ্যের এই দুই ভাষাকে যাতে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দেওয়া হয় এবং ন্যায্য অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে যথাযথ প্রচার করা হয়।

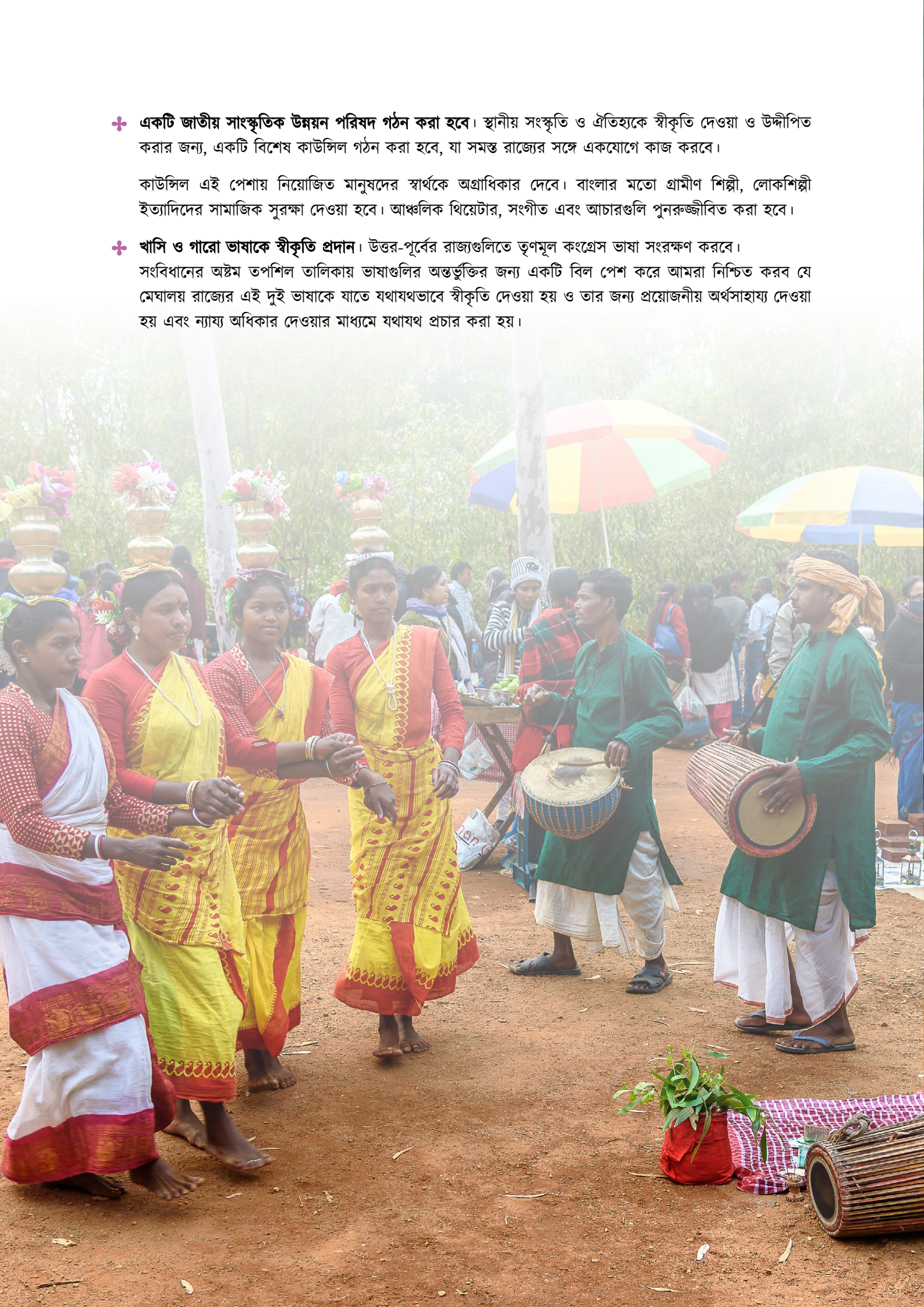

সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পর্যটন, সবার সেরা বাংলা এখন

মূল লক্ষ্যসমূহ

- পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলার পর্যটন পরিকাঠামো উন্নত করা হবে।
- ভারতের পর্যটন খাতের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: কেন্দ্রীয় সরকারের এমন একটি ক্ষেত্রের বিকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়

- **কেন্দ্রের স্বদেশ দর্শন প্রকল্প একটি ধাপ্পাবাজি-** দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের ১৫টি সার্কিট/থিমের মধ্যে ১৪টির বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করতে ব্যর্থ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন **কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ পর্যটন সার্কিটের উন্নয়নকে উপেক্ষা করে,** স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মোট ৪,২২৫ কোটি টাকার মাত্র ০.৭% বরাদ্দ করেছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্রমশ বাংলার পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করেছে

- বিদেশী পর্যটকদের আগমনে বাংলা **তৃতীয় এবং দেশীয় পর্যটকদের জন্য অষ্টম স্থানে রয়েছে।** ২০২২ সালের মধ্যে ৮ কোটি পর্যটকের আগমন ঘটেছে।
- মুর্শিদাবাদের **কিরীটেশ্বরী গ্রামকে** ২০২৩ সালে পর্যটন মন্ত্রক ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসাবে ভূষিত করেছে।
- পশ্চিমবঙ্গের হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসির আওতায় বাড়ির মালিকদের উৎসাহিত করতে ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ফলে **২,৩৪০টি তালিকাভুক্ত হোমস্টে উপকৃত হয়েছে** এবং ১৮,৭২০টি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।
- **বাংলার আতিথেয়তার খাতে কর সুবিধা, শুল্ক** হ্রাস, ভর্তুকি ইত্যাদি প্রসারিত করার জন্য বাংলার এই সংস্কৃতিকে শিল্পের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এটি আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি, সমগ্র ভারতে গৌরবোজ্জ্বল স্থান তৈরিতে বাংলার পর্যটন শিল্প যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা সুনিশ্চিত করা হবে

বাংলার জন্য

- **পর্যটন ব্যবসার জন্য ডিজিটাল সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম তৈরি করা হবে।** প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং নোডাল এজেন্সিগুলির ক্রিয়াকলাপকে সুবিন্যস্ত করে, আমরা একটি ডিজিটাল একক উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া স্থাপন করব যা সমস্ত প্রয়োজনীয় পারমিটগুলি ১০০% অনলাইনে ফাইল

এবং অনুমোদন সক্ষম করবে, নতুন ব্যবসাগুলিকে ২১ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করার অনুমতি দেবে।

- **পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলার পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন সাধন হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস হোটেল, রিসর্ট, অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপ এবং ক্রুজের মতো উচ্চমানের পর্যটন পরিকাঠামো তৈরি করবে।

  একটি পিপিপি পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা মেরিনা, জেটি, নৌবিহার চালানোর সুবিধা এবং ওয়াটারফ্রন্ট প্রমেনেড-সহ জল পর্যটন সম্পর্কিত অবকাঠামোর উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

  কৌশলগত পিপিপি বিনিয়োগের মাধ্যমে প্যারাসাইলিং, স্কিইং ইত্যাদির মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সুযোগগুলি কাজে লাগানোর জন্যও অবকাঠামো তৈরি করা হবে।

  রাজ্যে শুরু হওয়া সমস্ত উদ্যোগে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

- **জেলা ভিত্তিতে ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে জোর দেওয়া হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পর্যায়ের ধর্মীয় সার্কিট স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় ধর্মীয় পর্যটনের প্রচার করবে, ভক্তদের সুবিধার জন্য ৪০০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানকে সংযুক্ত করা।

  আমরা আরামদায়ক তীর্থযাত্রার স্বার্থে রাস্তা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে অবকাঠামো-সহ এই ক্ষেত্রগুলির বিকাশ করব।

- **বাংলার আতিথেয়তাকে একটি আধুনিক মানের স্বীকৃতি কাঠামো দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে**। পর্যটনের মানোন্নয়নে তৃণমূল কংগ্রেসের আতিথেয়তার মান আরও মজবুত হবে।

  আমরা ৩টি মূল উপাদান-সহ আন্তর্জাতিক মানের উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন শংসাপত্র প্রোগ্রাম তৈরি করে বাংলার পর্যটন শিল্পে আতিথেয়তা পরিষেবার পরিসরকে উন্নত ও মানসম্মত করব।

  - বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি এবং উপযুক্ত উন্নত পরিকল্পনার জন্য একটি টায়ার্ড সার্টিফিকেশন সিস্টেম (ব্রোঞ্জ, রৌপ্য, স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম স্তর)।
  - পরিষেবা সরবরাহকারীদের তাঁদের পরিষেবার মান বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।
  - প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মতির গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থা।

- **ট্যুরিস্ট গাইডদের মাসিক ২,৫০০ টাকা (বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা) সাম্মানিক দেওয়া হবে**। আমরা রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট গাইডস সার্টিফিকেশন প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে নতুন ট্যুরিস্ট গাইড এবং প্রবীণ পর্যটক গাইডদের জন্য ২,৫০০ টাকা **(বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা)** মাসিক সাম্মানিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

- **রাজ্যে পর্যটনের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হোমস্টে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচার করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস পর্যটন ও শিল্পোদ্যোগের প্রচারের জন্য হোমস্টেগুলির বিকাশে সহায়তা করবে।

  হোমস্টে মালিকদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করার সময়সীমা কমাতে এবং তাঁদের রেজিস্ট্রেশনের বৈধতার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আমরা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসি ২০২২' আপডেট করব।

  আমরা হোমস্টেগুলির প্রচার করব এবং এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে, হোমস্টে মালিকদের জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করব। এটি পর্যটন স্টার্টআপ ব্যবসাগুলির বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে এবং আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

ভারতের জন্য

- **ভারতে পর্যটন খাতের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বৃহত্তর প্রচেষ্টা করা হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিদেশী এবং দেশীয় উভয় পর্যটকের আগমন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে ভারতের পর্যটনের প্রসারকে ত্বরান্বিত করবে।

  আমরা ভারতকে বিশ্বের দরবারে পর্যটনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসাবে স্থাপন করব, বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের জন্য প্রধান পর্যটন গন্তব্যে রূপান্তরিত করে, আমাদের দেশের পর্যটনের সম্ভাবনাগুলিকে প্রশস্ত এবং গভীরভাবে আলোকিত করে, এর অত্যাশ্চর্য ভৌগোলিক প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুরু করে এর বিস্ময়কর ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্পন্দনশীল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরব।

  ভারতের পর্যটন অর্থনীতিকে আরও স্বনির্ভর করে তুলতে পর্যটনের সম্ভাবনাগুলি থেকে অর্থনৈতিক মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে, কেবলমাত্র অফারগুলির আকর্ষণ তৈরি করার জন্য নয় বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক আউটপুট সর্বাধিক করার জন্যও পদক্ষেপ করা হবে।

  এই উদ্দেশে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হবে -

  - পিপিপি-এর আওতায় হোটেল, রিসর্ট, সমুদ্র সৈকতের ইকো-রিট্রিট ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন।
  - বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রে যেমন ধর্মীয় ক্ষেত্র, ইকো-সার্কিট, উপকূলীয় ক্ষেত্র ইত্যাদি স্থাপন ও বর্ধন।
  - সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহের আধুনিকীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নিবেদিত তহবিল গঠন।
  - দেশজুড়ে গ্রামগুলির স্বীকৃতি এবং দর্শনার্থীদের গ্রামীণ জীবন ও ঐতিহ্যের একটি খাঁটি অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যটন প্রচারের জন্য এই গ্রামগুলিকে পর্যটন গ্রামে উন্নীত করা।
  - উৎসবের মরসুমে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ভারতের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক উদযাপনগুলি ঘুরে দেখার অনন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ সরবরাহ করা।
  - নাইট লাইফ জোনগুলির বিকাশের পাশাপাশি সারা দেশের পর্যটন হটস্পটগুলিতে বিভিন্ন আদিবাসী শিল্প, কারুশিল্প, টেক্সটাইল ইত্যাদি সমন্বিত সাংস্কৃতিক বাজারের বিকাশ সুনিশ্চিত করা।
  - বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক পর্যটককে আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্বব্যাপী ভারতের পর্যটন গন্তব্যগুলির প্রচার করা।

806B
DHR
DARJEELING
HIMALAYAN RAILWAY
The DHR - Darjeeling's very own
'Toy Train to the Clouds'

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত, পরিবেশ সুরক্ষিত

মূল লক্ষ্যসমূহ

- জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে বাংলার বনভূমি বৃদ্ধি করা হবে।
- ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষাকারী বিভিন্ন জাতীয় আইনগুলিকে শক্তিশালী করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে: বারবার, অবাধ বাণিজ্যিকীকরণের জন্য পরিবেশকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে

- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, নির্দয়ভাবে বাংলায় ঘূর্ণিঝড় **ত্রাণের জন্য বরাদ্দ ৪৩,৫০৮ কোটি টাকার তহবিল আটকে রেখেছে**।
- বহুল প্রচারিত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ না করে, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৩ বছরে (২০১৮-২০২১) **বিস্ময়করভাবে ৪৭% বন্যপ্রাণী বাসস্থানের তহবিল হ্রাস করেছে**।
- বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের অব্যবস্থার ফলে ৩০/১৩০টি শহর **রিয়েল-টাইম এয়ার কোয়ালিটি পর্যবেক্ষণ** থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা বায়ু দূষণ মোকাবিলায় ভারতের প্রচেষ্টাকে বাধাপ্রাপ্ত করেছে।
- বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের **নমামি গঙ্গে কর্মসূচিটি** শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে- পবিত্র গঙ্গা নদীর ধারে **৭১% পরীক্ষিত স্টেশনে** বিপজ্জনক দূষণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।
- অপর্যাপ্ত বাসস্থান প্রস্তুতি এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে, **কুনো ন্যাশনাল পার্কে সম্প্রতি চিতার মৃত্যু** কেন্দ্রীয় সরকারের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যর্থতাকে উন্মোচিত করেছে।
- উত্তরাখণ্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির পার্বত্য অঞ্চলে **ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ এবং পরিবেশগত বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলার কারণে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে**, যার ফলে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে, উপাসনালয় ধ্বংস হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার যা করেছে: তৃণমূল কংগ্রেস পরিবেশগত সংবেদনশীলতা দেখিয়ে এসেছে, স্থায়ীভাবে উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রেখেছে

- ২০২৪-২৫ সালে পরিবেশ ও বনের জন্য **১,১১৯.৬ কোটি** টাকার উল্লেখযোগ্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ‘বন মহোৎসব’, ‘সবুজশ্রী’-এর মতো কর্মসূচির সাহায্যে রাজ্যে **৯০.৬ লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে এবং ৬,৬১৮ হেক্টর জমি** বনভূমিতে পরিণত করা হয়েছে।
- জলদাপাড়া এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা, **রাজ্যে বিপন্ন গন্ডারের সংখ্যা ২০% বৃদ্ধি করেছে**।
- বাংলা এখন **সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন হেরিটেজ সাইট** (১০) হিসেবে দেশের মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
- পরিবেশ বিভাগ **তিনটি ‘শাল পাতা’ উৎপাদন ইউনিট** এবং **পাঁচটি জীববৈচিত্র্য পার্ক, চারটি প্রজাপতি বাগান** এবং **চারটি ‘অভয় পুকুর’** প্রতিষ্ঠা করেছে।
- ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে রামসার কনভেনশনের অধীনে সুন্দরবনকে **ওয়েটল্যান্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্ট্যান্স** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: শাসনের অগ্রাধিকার হিসাবে জলবায়ু সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, স্থায়িত্ব বাড়ানো এবং বৃহত্তর জীববৈচিত্র্যকে সহজতর করা

বাংলার জন্য

- **ক্ষয়িষ্ণু জলাভূমি ধীরে ধীরে পুনর্বাসন করা হবে।** স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস ২০৩২ সালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত জলাভূমি পুনর্বাসন করবে।

  স্বাস্থ্যকর জলাভূমিসম্পন্ন বাস্তুতন্ত্রের ফলে রাজ্যের জন্য কার্বন স্টক বৃদ্ধি পাবে, যা সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এ (এসডিজিএস) ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনে (এনডিসি) রাজ্যের ভাগ পূরণ করবে।

- **কমিউনিটি বেসড ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (সিবিএনআরএম) বাংলার পরিবেশগত শাসনের সঙ্গে একীভূত হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত করবে, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং/অথবা তাঁদের প্রতিনিধিরা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকল্পগুলির জন্য পরামর্শে একত্রিত হবে, সেই প্রকল্পগুলির জন্য যা অপরিবর্তনীয়ভাবে তাঁদের বিদ্যমান বাসস্থান বা ভোগ্য সম্পদকে প্রভাবিত করবে এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্য রক্ষা, জমি রক্ষা এবং পরম্পরা বজায় রাখতে, জঙ্গলের এলাকা ও সম্পদ বাড়িয়ে তাঁদের বন পরিচালনার ক্রমবর্ধমান অধিকার দেওয়া হবে।

- **বাংলার বনভূমির অংশ ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে।** তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে বর্ধিত বনাঞ্চল অর্জনের লক্ষ্যে বনভূমির অধীনে বাংলার জমির সম্প্রসারণ (বর্তমানে ভৌগলিক এলাকার প্রায় ১৯%) নিশ্চিত করবে। ক্ষয়প্রাপ্ত বনের পুনর্জন্ম এবং সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শহর এবং শহরতলি এলাকায়, আমরা এই ব্যবধান ঘোচানোর জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হব।

- **সুন্দরবনের ক্ষয়িষ্ণু ম্যানগ্রোভ বনগুলি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করা হবে:** তৃণমূল কংগ্রেস সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করবে।

  এই অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের কভারেজ বাড়ানোর লক্ষ্যে, ম্যানগ্রোভ নেই এমন উপযুক্ত এলাকায়, ম্যানগ্রোভের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আমরা ম্যানগ্রোভের গাছ লাগানোর জন্য ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপণ এবং উপযুক্ত এলাকায় যেখানে ম্যানগ্রোভ আগে থেকে ছিল না সেখানে বৃক্ষরোপনের ড্রাইভ জোরদার করব।

  বৃক্ষরোপণ, সদ্য রোপিত ম্যানগ্রোভের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার হার পর্যবেক্ষণের জন্য উপযোগী অবনীত এলাকা চিহ্নিত করতে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি মোতায়েন করব। পাশাপাশি নিশ্চিত করব যে, অভিযোজিত ব্যবস্থাপনার অনুশীলনগুলি যাতে বর্তমান পর্যবেক্ষণ তথ্যের উপর প্রয়োগ করা যায়।

- **ভাঙন থেকে বাংলার বিভিন্ন নদীর তীর রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** যে সমস্ত নদী ভাঙনের সম্ভাবনাপূর্ণ, তার ভাঙন রোধ থেকে মানুষকে বন্যা থেকে সুরক্ষিত রাখা, বাংলার নদী রক্ষার একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

  আমরা একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করে, ভাঙন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যেমন নদীর তীরকে স্থিতিশীল করার জন্য উইলো এবং অন্যান্য গভীর শিকড়যুক্ত গাছপালা রোপণ করা হবে।

ভারতের জন্য

- **বন সংরক্ষণ আইনের সংশোধনী পুনর্বিবেচনা করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ অনুসারে 'বন' হিসাবে নথিভুক্ত জমিগুলিকে সুরক্ষিত রাখবে।

  আমরা নিশ্চিত করব যে, রাস্তার ধারের সুযোগ-সুবিধা, চিড়িয়াখানা/সাফারি এবং ইকো-ট্যুরিজমের মতো বন-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যবহারে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বনভূমি হস্তান্তর করা হবে না।

- **ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামকে শক্তিশালী করা হবে**। তৃণমূল কংগ্রেস বায়ুদূষণের ক্রমাগত ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি রোধ করতে আরও ভালো কৌশলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

  আমরা আরও সঠিক এবং বেশি পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করতে, শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির নির্গমনের মান পর্যালোচনা এবং আপডেট করতে এবং পরিবহন, শিল্প, কৃষি (খড় পোড়ানো) এর জন্য আধুনিক সেক্টর-ভিত্তিক কৌশলের বিকাশে সারা দেশে বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ও কভারেজ বাড়ানো হবে, এবং বায়ু দূষণের সবচেয়ে প্রধান শিল্পসংক্রান্ত উৎসগুলি মোকাবেলা করা হবে। পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য আমরা দেশের সমস্ত পরিবারে রান্নার জ্বালানি হিসাবে এলপিজি গ্রহণকে জোরকদমে বাড়িয়ে তুলব। রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপিজি, কাঠ বা কাঠকয়লার মতো জ্বালানির তুলনায় কম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে।

- **খনির সাথে সম্পর্কিত আইনের ব্যাপক পর্যালোচনা করা হবে**। পরিবেশগত নিরাপত্তার মানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং শ্রম নিরাপত্তার মান উন্নত করার লক্ষ্যে, আমরা খনির নিয়ন্ত্রণকারী ভারতের পুরোনো আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করব।

  দ্য প্রভিশন অফ দ্য মাইনস অ্যাক্ট (১৯৫২), দ্য মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস অ্যাক্ট (১৯৫৭), এবং এনভিরনমেন্ট প্রটেকশন অ্যাক্ট (১৯৮৬)-এর পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং আধুনিকীকরণ করা হবে, খনিজগুলির স্থায়ী ব্যবহার, পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাসের কৌশল এবং খনির শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যাতে নতুন দিক উন্মোচন হয়।

ধন্যবাদ

প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের অঙ্গীকার কখনোই বৃথা যায়নি এবং বিগত এক দশক বাংলা সর্বক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা একটি সমৃদ্ধশালী এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়ে তুলেছি যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থান করে, যেখানে আপনার সন্তানদের শিক্ষার সমান সুযোগ রয়েছে, যেখানে আপনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উন্নয়ন সকলের কাছে পৌঁছেছে। এই লক্ষ্যপূরণে, আমরা আপনার অটুট সমর্থন কামনা করছি।

বাংলার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য, সংগ্রামের ইতিহাস, এবং গৌরবময় কৃতিত্ব আমাদের সম্মিলিত গর্ব এবং যে কোনও মূল্যে আমাদের তা রক্ষা করতে হবে। গত ১০ বছরে, আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে অসম্মানের চোখে দেখে, বাইরের অত্যাচারী শক্তিগুলি আমাদের রাজ্যকে প্রতিনিয়ত প্রতারণা, বিভক্ত এবং বঞ্চিত করার চেষ্টা করে, প্রতিক্ষেত্রে তাদের বাংলা-বিরোধী পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলেছে।

বাংলার জনগণ সর্বদা পরিবর্তন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, সকল প্রকার বিভাজন, অপপ্রচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটাই সময়, আমাদের সকলের এই বাংলা-বিরোধী জমিদারদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সরব হয়ে ওঠার।

আপনাদের আস্থা, সমর্থন এবং সমবেত গর্জন, বাংলা ও ভারত থেকে চিরতরে এই জমিদারদের বিসর্জনে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াইকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে, আমরা আপনাকে জোড়াফুল চিহ্নে আপনার মূল্যবান ভোট দেওয়ার এবং ১৮তম লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থন করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আসুন একসাথে মা-মাটি-মানুষের অধিকার রক্ষা করি, অব্যাহত রাখি এবং সকলের জন্য অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যুগ সমুন্নত করি।

জয় হিন্দ! জয় বাংলা!

উপস্থাপনায়

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০২৪

বাংলার ঐতিহ্য এবং গরিমাকে সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ভোট দিন

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সুব্রত বক্সি, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক যথাক্রমে প্রচারিত ও এডিও প্রিন্ট, কলকাতা ৭০০১৩৫ কর্তৃক মুদ্রিত

AITCofficial | aitcofficial | AITCofficial